যখীরায়ে দোআ ও খায়র

মাওলানা আবূ যাহরা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

যখীরায়ে দো'আ ও খায়র

(দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কল্যাণকর দো'আর ভান্ডার)

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah
Sunny)

সম্পাদনায় ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আন্‌জুমান রিসার্চ সেন্টার

লেখক ঃ

মাওলানা আবূ যাহ্‌রা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
প্রধান মু'আল্লিম ও সচিব দা'ওয়াতে খায়র
গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল ঃ
১৩ জমাদিউস সানী ১৪৩৯ হিজরী
২ মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী
জুমু'আহ্ বার

প্রকাশনায় ঃ
দা'ওয়াতে খায়র কেন্দ্রীয় দপ্তর

পরিবেশনায় ঃ
মাসিক তরজুমান-এ আহ্লে সুন্নাত
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০
বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

হাদিয়া ঃ ৬০/-

মুখবন্ধ

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সবসময় বিশেষতঃ নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র নাম ও তাঁর যিক্রের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়া চাই। হাদীস শরীফেও অনেক সময় ও কাজের প্রারম্ভে পড়ার দো'আ ও যিক্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পুস্তকে এধরণের অনেক দো'আ ও যিক্র উদ্বৃত হয়েছে। তবে যিক্রের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম সমস্যা আরবী উচ্চারণ ও তার অর্থ বুঝা। সাধারণ বাঙালী মুসলিমদের জন্য বিশুদ্ধভাবে আরবী উচ্চারণ করতে খুবই অসুবিধা হয়। অথচ বিশুদ্ধ উচ্চারণ যিক্রের সাওয়াব অর্জনের অন্যতম পূর্ব শর্ত। এ জন্য দো'আ পাঠকারীর উচিত যে, বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ, অন্য কারো সাহায্য নিয়ে হলেও শিক্ষাগ্রহণ করা। নামাযে সহীহ উচ্চারণ তো আবশ্যক। কারণ সঠিক উচ্চারণ করতে না পারলে অনেক সময় অর্থ পরিবর্তন হওয়ার কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। এভাবে সারাজীবন নামায পড়েও নামাযের আসল স্বাদ ও ফুয়ূযাত থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আমি সকল যিকরের বাংলা উচ্চারণ যদিও লিখেছি; এ উচ্চারণ সঠিক উচ্চারণের প্রায় কাছাকাছি। এ উচ্চারণ শুধুমাত্র সহযোগিতার জন্য। প্রত্যেক পাঠকের উচিত যে, অলসতা ত্যাগ করে সামান্য কষ্ট স্বীকার করে সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ব করা। এজন্য আমাদের সাহায্যও নিতে পারেন। আরবী উচ্চারণ সঠিকভাবে না জানলে কোনভাবেই প্রতিবর্ণায়ন বা বাংলা উচ্চারণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে আয়াত ও দো'আ ইত্যাদি উচ্চারণ সম্ভব নয়। তাই পাঠকের উচিত বাংলায় না শিখে উচ্চারণগুলি ঠিক করে আয়াত, যিক্র দো'আ ও দুরূদ-সালাম ইত্যাদি শুরুতেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ করা। একবার ভুল মুখস্থ করলে, পরে ঠিক করতে কষ্ট হয় এবং তখন অলসতার শিকার হয়ে নানা যুক্তিতে মনকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করে। এভাবে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অথচ কারো নিকট যদি সংবাদ পাঠের চাকরীর অফার আসে, তখন তিনি যত পরিশ্রমই হোক না কেন, বাংলা বা ইংরেজীর উচ্চারণগুলো সঠিক করে নেন, কারণ এতে ইহকালিন ফায়দা রয়েছে। কিন্তু আজ আমাদের আমলহীনতা ও ইসলাম সম্পর্কে চরম অবহেলার অন্যতম প্রকাশ যে অগণিত মুসলিম বিশুদ্ধ ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে পারেন না বা তিলাওয়াতই করতে জানেন না। তাই আমাদের উচিত যে, আমরা তো তা অবশ্যই শিখে নেব, আমাদের সন্তানদেরকে ছোটবেলায় বিশুদ্ধ ক্বোরআন

করীম তিলাওয়াতে সক্ষম শিক্ষকের নিকট সোপর্দ করবো, যাতে শিশু কালেই তারা সঠিক উচ্চারণ শিখে বিশুদ্ধভাবে ক্বোরআনে পাক তিলাওয়াতে সক্ষম হয়ে পবিত্র ক্বোরআনের নূর দ্বারা আপন কুলব ও জীবনকে আলোকিত করে পরকালীন অগণিত ফায়দা অর্জন করতে পারে। আমি সকল দো'আ ইত্যাদির বাংলা অনুবাদ লিখেছি, যাতে পাঠক দো'আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে দো'আ পাঠের সময় মনকে অর্থের সাথে আলোড়িত হৃদয়ে অন্যরকম এক স্বাদ অনুভব করতে পারেন।

ক্বোরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে আমরা দেখি যে, আলাহ্‌র পথে চলতে ফরয ইবাদতগুলিও আলাহ্‌র যিক্‌র হিসাবে গণ্য। এছাড়া আলাহ্‌র পথে চলার নফল ইবাদতের অন্যতম ইবাদত মহান আলাহ্‌র যিক্‌র করা, তাঁর কাছে প্রার্থনা (দো'আ, মুনাজাত, ইস্তিগফার করা) তাঁর বাণী পাঠ করা, তার মহান হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম'র প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করা, এ সবই 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র'-এর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্‌র যিক্‌র ঈমানদারের জীবনের মহা সম্পদ। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের অন্যতম পথ। চরমশত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম হলো আলাহ্‌র যিক্‌র। চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও হতাশা থেকে মুক্তি ও ভারাক্রান্ত হৃদয়কে হিংসা-বিদ্বেষ, অস্থিরতা ইত্যাদির মহাভার থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের কামনা ও তাক্বওয়াকে হৃদয়ে সঞ্চারিত, সঞ্জীবিত, দৃঢ়তর ও স্থায়ী করার অন্যতম উপায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র। জাগতিক ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসাকে তুচ্ছ করে আলাহ্‌র পথে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন ও বিলায়াত লাভের অন্যতম বাহন হলো আলাহ্‌র হাবীব সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সুন্নাত এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ ও ইহকালীন মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। তাই প্রতিটি বৈধ কর্মে আল্লাহ্‌-রসূলের নির্দেশিত দো'আসমূহ যথাস্থানে আদায় করা মু'মিনের কর্তব্য। আমি অত্র পুস্তকে ফযীলতগুলোও সন্নিবেশিত করেছি, যাতে পাঠকের মাঝে উৎসাহ্‌-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আমাদের কর্তব্য হলো, একটি, দু'টি করে দো'আ প্রয়োজনে কাগজে লিখে নিজের সাথে রেখে যথাস্থানে পাঠ করে ধীরে ধীরে যতটুকু সম্ভব মুখস্থ করে নেয়া। ছোটদের শৈশবেই যদি এগুলো মুখস্থ করানো যায় এবং আমলের তাগাদা দেয়া যায় তাহলে তারা কিন্তু খুব কম সময়ে তা আয়ত্ব করতে সক্ষম হবে এবং একজন খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে উঠতে তা অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

যোগ্যতা ও জ্ঞানের দৈন্য হেতু ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। চেষ্টা করেছি প্রতিটি দো'আ ও ফযীলতের উদ্ধৃতি দিতে কিছু জায়গায় বুযুর্গ ও ওলামায়ে কিরামের মতামত পেশ করা হয়েছে। যার সরাসরি উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে আমানতদারী রক্ষা করা হয়েছে নিঃসন্দেহে। সকল ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ্‌র মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যে কোনো ভুলভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে সাওয়াব অর্জন করার অনুরোধ রইল। কোনো নেক বান্দার এ দো'আগুলোর আমলের ওয়াসীলায় আমাদের নাজাতের মহাব্যবস্থা হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্‌।

সালামান্তে

মাওলানা আবু যাহ্‌রা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah
Sunny)

দো'আ কবুল হওয়ার কতিপয় শর্ত ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো আমি গ্রহণ করবো। (সূরা মু'মিন, আয়াত: ৬০)

* আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রার্থনাসমূহ আপন করুণা দ্বারা গ্রহণ করেন এবং সেগুলো গৃহীত হবার কতিপয় শর্ত রয়েছেঃ (১) দো'আ-প্রার্থনায় ইখলাস বা নিষ্ঠা। (২) অন্তর অন্যদিকে রত না হওয়া। (৩) এ দো'আয় কোন নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। (৪) আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। (৫) এ অভিযোগ না করা যে, আমি দো'আ-প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তা কবূল হয়নি। যখন উক্ত শর্তাবলী সহকারে দো'আ করা হয়, তখন তা কবূল হয়। (খাযাইনুল ইরফান)

* যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেনা, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী শরীফ)
* আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করো, কবূল হওয়ার আস্থা রেখে। (তিরমিযী শরীফ)
* اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ দো'আ ইবাদতই। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)
* اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দো'আ ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী শরীফ)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, দো'আ-প্রার্থনাকারীর দো'আ কবূল হয়- হয়ত তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দুনিয়াতেই শীঘ্র দেয়া হয়, অথবা আখিরাতে তার জন্য জমা রাখা হয়। অথবা তা দ্বারা তার গুনাহ্র কাফ্ফারা করে দেয়া হয়। (খাযাইনুল ইরফান)

হযরত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, মি'রাজের দুলহা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُالدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অনুবাদঃ দো'আ হলো মু'মিনের হাতিয়ার ও দ্বীনের স্তম্ভ এবং যমীন ও আসমানের নূর। (মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খন্ড-১)

* হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ .

অর্থ ঃ আল্লাহ্র কাছে দো'আ বা প্রার্থনার চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই।

(তিরমিযী, সহীহ ইবনু হিব্বান)

* **দো'আর আগে-পরে ১ বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ**
* হযরত ওমর ফারূক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত,

اِنَّ الدُّعَآءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ عَلٰى نَبِيِّكَ .

অনুবাদ ঃ নিঃসন্দেহে প্রত্যেক দো'আ আসমান ও যমীনের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে, তা থেকে কিছুই উপরে আরোহণ করেনা, যতক্ষণ না তুমি, তোমার নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়বে। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

দো'আর প্রারম্ভে আল্লা-হুম্মা বলার রহস্য

দো'আর মধ্যখানে বারংবার রব্বানা- কিংবা আল্লা-হুম্মা বলা সুন্নাত। এতে দো'আ কবূল হবার মজবুত আশা থাকে। (মিরআতুল মানাজীহ্, খন্ড-৪)

আল্লাহ্ তা'আলার (গুণবাচক) কিছু নাম মুবারকের শুরুতে মী-ম অক্ষরটি আসে, যেমন- মান্না-নু, মা-লিকু, মালিকুন, মুক্বতাদিরু ইত্যাদি। যে ব্যক্তি তাঁকে আল্লা-হুম্মা (হে আল্লাহ্ !) বলে আহ্বান করবে, সে যেন ঐ সকল পবিত্র নামে তাকে ডাকলো। এজন্য অধিকাংশ দো'আর প্রারম্ভে আল্লা-হুম্মা বলা হয়।

(কেয়া আ-প জা-নতে হ্যায়, পৃষ্ঠা-২২১)

* যে ব্যক্তি নিজ দো'আর পূর্বে পাঁচবার রব্বানা বলে আল্লাহকে ডাকবে, ইনশা-আল্লাহ্ তার দো'আ কবূল হবে। (কেয়া আ-প জা-নতে হ্যায়, পৃষ্ঠা-২১৮)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ	অসুস্থ অবস্থায় পড়ার দো'আ	১
	অর্ধাঙ্গ থেকে রক্ষার দো'আ	১
	অমুসলিমের সালামের উত্তরে দো'আ	১
আ	আয়না দেখার দো'আ	১
	আতর লাগানোর দো'আ	২
	আহতাবস্থায় পড়ার দো'আ	২
	আগুনে পুড়ে গেলে পাঠ করার দো'আ	২
	আযানের উত্তর দেয়ার ফযীলত	৩
	আযানের দো'আ	৩
	আযান ও ইক্বামতের মধ্যখানে পড়ার দো'আ	৪
	আক্বীক্বার দো'আ (ছেলে সন্তান)	৪
	আক্বীক্বার দো'আ (কন্যা সন্তান)	৫
ই	ইসমে আ'যম, দো'আ ইউনুস	৬
	ইফত্বারের সময় পড়ার দো'আ	৬
	ইফত্বারের পর পড়ার দো'আ	৭
	ইফত্বারের দা'ওয়াতে পড়ার দো'আ	৭
ঈ	ঈমানের সাথে মৃত্যুর একটি আমল	৭
	ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণের দো'আ	৭
	ঈদের অমূল্য উপহার	৮
উ	উঁচু স্থানে আরোহণ ও নিচে অবতরণের দো'আ	৮
	উভয় জগতের অসম্মান থেকে রক্ষার দো'আ	৮
	উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়ের দো'আ	৯
ঊ	ঊনিশজন ফিরিশতার আযাব থেকে রক্ষার দো'আ	৯
ঋ	ঋণমুক্ত হওয়ার দো'আ	৯

	বিষয়	পৃষ্ঠা
এ	একাকী অবস্থায় ভীত না হওয়ার দো'আ	১০
	এক গোলাম আযাদের সাওয়াব লাভের দো'আ	১০
ঐ	ঐক্যবদ্ধ থাকার দো'আ	১১
ও	ওযূর পূর্বে পড়ার দো'আ	১১
ঔ	ঔষধ সেবনের দো'আ	১২
ক	কবরস্থানে প্রবেশের দো'আ	১২
	কবর তাল্‌কীনের দো'আ	১৩
	কুকুরের ডাক শুনে পড়ার দো'আ	১৪
	কুমন্ত্রণার শিকার হলে পড়ার দো'আ	১৪
	কু-দৃষ্টি দূর হওয়ার দো'আ	১৫
	কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষার দো'আ	১৫
	ক্বোরবানীর পশু জবাই করার দো'আ	১৫
	কাপড় পরার সময়ের দো'আ	১৬
	কাপড় খোলার সময়ের দো'আ	১৬
খ	খানা খাওয়ার পূর্বে পড়ার দো'আ	১৬
	খানা খাওয়ার পরের দো'আ	১৭
	খানার দা'ওয়াতে খাওয়ার পর পড়ার দো'আ	১৭
গ	গীবত থেকে বাঁচার দো'আ	১৭
	গন্তব্যে পৌঁছে পড়ার দো'আ	১৮
	গোলাপ ফুলের সুঘ্রাণ নেয়ার সময় পড়ার দো'আ	১৮
ঘ	ঘরে প্রবেশের দো'আ	১৯
	ঘর থেকে বের হওয়ার দো'আ	১৯
	ঘরের (আলমারীর) দরজা বন্ধ করার সময়ের দো'আ	২০
	ঘুমানোর পূর্বে পড়ার দো'আ	২০

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পড়ার দো'আ	২১
চ	চাঁদ দেখে পড়ার দো'আ	২২
	চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সময় পড়ার দো'আ	২২
ছ	ছেলে-সন্তান হওয়ার দো'আ	২২
জ	জাহাজ, নৌকা, স্টীমারে আরোহণ করে পড়ার দো'আ	২৩
	জানাযা দেখে পড়ার দো'আ	২৪
	জানাযার খাট উঠানো ও কাঁধে নেয়ার দো'আ	২৪
	জানাযায় প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের দো'আ	২৪
	জানাযায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের দো'আ	২৫
	জানাযায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের দো'আ	২৫
	জুমু'আহ্'র দিন ফজরের দো'আ	২৬
	জাদু থেকে রক্ষার দো'আ	২৬
ট	টেনশান বা দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষার দো'আ	২৬
ড	ডায়াবেটিস রোগের দো'আ	২৭
ত	তেল লাগানোর দো'আ	২৭
	তারকা দেখে পড়ার দো'আ	২৮
	তারকা খসে পড়তে দেখার সময় পড়ার দো'আ	২৮
	তাহ্জুদের সময় পড়ার দো'আ	২৮
	তারাভীহ্ নামাযে পড়ার দো'	২৯
	তাকবীরে তাশরিকের উপকারিতা	৩০
দ	দুধ পান করার পরের দো'আ	৩০
	দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার দো'আ	৩০
	দরিদ্রতা থেকে মুক্তির দো'আ	৩১
ধ	ধনী হওয়ার দো'আ	৩১

	বিষয়	পৃষ্ঠা
ন	নও মুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের সময় শিক্ষা দেয়ার দো'আ	৩১
	নেক্কার হওয়ার দো'আ	৩২
	নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দো'আ	৩২
	নতুন পোশাক পরিধানের দো'আ	৩৩
	নেকী ছুটে গেলে, তা অর্জন করার দো'আ	৩৩
প	পানি পান করার পূর্বাপর দো'আ	৩৪
	পণ্য ক্রয় করার সময় পড়ার দো'আ	৩৪
	পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে পড়ার দো'আ	৩৫
	পায়খানা থেকে বের হয়ে পড়ার দো'আ	৩৫
	পেটের ব্যথার দো'আ	৩৬
	পশু জবাই করার দো'আ	৩৬
ফ	ফরজ নামাযের পর গুরুত্বপূর্ণ দো'আ	৩৭
ব	বিত্রের নামাযের পর দো'আ	৩৭
	বদ-নযর ও রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপত্তার দো'আ	৩৮
	বদ হজমের সময় পড়ার দো'আ	৩৮
	বরতন বা পানাহারের পাত্র ঢেকে রাখার দো'আ	৩৯
	বজ্রধ্বনি শ্রবণের সময় পড়ার দো'আ	৩৯
	বৃষ্টিপাতের দো'আ	৪০
	বিপদে সাহায্যের প্রয়োজন পড়ার দো'আ	৪০
	বিধর্মীদের নিদর্শন বা কুফ্রের চিহ্ন দেখে পড়ার দো'আ	৪০
	বাস, রেল ও অন্যান্য গাড়ী এবং বাহনে আরোহণের পর পড়ার দো'আ	৪১
	বাজারে প্রবেশের সময় পাঠ করার দো'আ	৪১
	বাজারে যিক্রে ইলাহীর ফযীলত	৪২
	বাজারে লাভ হওয়ার দো'আ	৪২

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে পড়ার দো'আ	৪৩
	ব্যথা-বেদনার সময় পড়ার দো'আ	৪৪
	বই (ইসলামী ও কল্যাণকর গ্রন্থ) পাঠের দো'আ	৪৪
	বজ্রপাতের সময় পড়ার দো'আ	৪৫
ভ	ভ্রমনে বা সফরে বের হওয়ার সময় পড়ার দো'আ	৪৫
ম	মুসলিম ও অমুসলিম একত্রে থাকলে পড়ার দো'আ	৪৫
	মোসাফাহা বা করমর্দনেরর দো'আ	৪৬
	মোরগের ডাক শুনে পড়ার দো'আ	৪৬
	মসজিদ দেখে পড়ার দো'আ	৪৭
	মসজিদে প্রবেশ করার দো'আ	৪৭
	মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আ	৪৮
	মজলিস শেষে পড়ার দো'আ	৪৮
	মেঘ চলাচলের সময় দো'আ	৪৯
	মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাব সহজ হওয়ার দো'আ	৪৯
য	যমযম শরীফের পানি পান করার দো'আ	৪৯
র	রোগীর সেবার দো'আ	৫০
	রোগীর আরোগ্য লাভের দো'আ	৫১
	রোগাক্রান্ত অবস্থায় শাহাদাত/ ক্ষমা লাভের জন্য দো'আ	৫১
	রাগের সময় পড়ার দে'আ	৫২
	রজব মাসের দো'আ	৫২
ল	লাইলাতুল ক্বদর পাওয়ার দো'আ	৫৩
শ	শয়তান থেকে বাঁচার দো'আ	৫৩
	শা'বান মাসের দো'আ	৫৪
	শিশু কথা বলা শুরু করলে তখন শেখানোর দো'আ	৫৪

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শোকার্তের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের দো'আ	৫৫
স	সাহ্‌রীর অমূল্য উপহার	৫৫
	সুরমা লাগানোর দো'আ	৫৫
	সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে রক্ষার দো'আ	৫৬
	সর্দি, উম্মাদনা, কুষ্ঠ ও এবং অন্ধত্ব থেকে রক্ষার দো'আ	৫৬
	৭০টি বিপদ ও রোগ থেকে মুক্তির দো'আ	৫৭
	সন্তান-সন্ততি, জান-মাল রক্ষার দো'আ	৫৭
	সাগরের ফেনা পরিমাণ গুনাহ মাফের দো'আ	৫৭
	স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দো'আ	৫৮
	স্ত্রী সহবাসের বা মিলনের দো'আ	৫৮
হ	হাসতে দেখে পড়ার দো'আ	৫৯
	হাঁচি দাতার পড়ার দো'আ	৫৯
	হাঁচির জবাবে পড়ার দো'আ	৬০
	হাই আসলে পড়ার দো'আ	৬১
	হারানো জিনিস পাওয়ার দো'আ	৬২
ক্ষ	ক্ষমা অর্জন ও আল্লাহ্‌র সাড়া লাভের দো'আ	৬৩
	অন্যান্য দো'আ	
	মুখে তোৎলামীর দো'আ	৬৩
	দো'আয়ে কুনূত	৬৪
	শবে ক্বদরের দো'আ	৬৫
	ফরয নামাযের পর দো'আ	৬৫
	আহাদ নামা	৬৬
	কাফনের উপর লেখার দো'আ	৬৭

অসুস্থ অবস্থায় পড়ার দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায্‌যোয়া-লিমীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তুমি পবিত্র; নিশ্চয়! আমি সীমাতিক্রমকারীদের অন্তর্ভূক্ত।

ফযীলতঃ অসুস্থ অবস্থায় এ দো'আ পাঠ করতে থাকলে, সুস্থতা লাভ করে আর ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা লাভ হবে। (মুসতাদ্‌রক, হিসনে হাসীন, পৃষ্ঠা-১১৫)

অর্ধাঙ্গ থেকে রক্ষার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্‌লাযী লা-ইয়াদ্বুররু মাআ'স্‌মিহী শায়উন ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা-ফিস্‌সামা-ই ওয়া হুয়াস্ সামী-উ'ল আ'লীম।

অনুবাদঃ ওই আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ, যাঁর নামের সাথে কোন কিছু অশর্তি করতে পারেনা, না যমীনে, না আসমানে, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সজ্জিতা।

ফযীলতঃ কেউ এ দো'আ পাঠ করতে থাকলে সে অর্ধাঙ্গ রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-২০৯)

অমুসলিমের সালামের উত্তরে দো'আ

وَعَلَيْكَ

উচ্চারণঃ ওয়া 'আলায়কা। (বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

অনুবাদঃ বরং তোমার উপর

নোটঃ মুসলমানকে কাফির যদি 'আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম' ও বলে, তবে তার উত্তরে ওয়া অ'লায়কুমুস সালা-ম বলা নিষেধ। বরং বলবে আলায়কুম অথবা ওয়া আলায়কুম ।

আয়না দেখার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আনতা হাস্‌সান্‌তা খল্‌ক্বী ফাহাস্‌সিন্ খুলুক্বী।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার আকৃতি তো সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছো, সুতরাং আমার চরিত্রও সুন্দর করে দাও। (আল হিস্‌নুল হাসীন, পৃষ্ঠা-১০২)

ফযীলতঃ আয়না দেখার সময় এ দো'আ পাঠ করলে সন্তান-সন্ততি সুন্দর আকৃতিতে জন্ম লাভ করবে ইনশা-আল্লাহ্।

আতর লাগানোর দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। (হাদীসে পাক থেকে সংগৃহীত কিতাবুল জামি' আয় খতীব)

ফযীলতঃ আতর বা সুগন্ধি লাগানো সুন্নাতে মোস্তফা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম । নামাযের জন্য আতর লাগানো মুস্তাহাব। আতর লাগাতে লাগাতে দুরূদ শরীফ পাঠ করা বুযুর্গদের পবিত্র অভ্যাস।

আহতাবস্থায় পড়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হ্

অনুবাদঃ আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ। (নাসাঈ, হিসনে হাসীন, পৃষ্ঠা-৯০)

ফযীলতঃ সুখের সময়তো বটে, বিপদের সময়ও আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা সৌভাগ্যবানদের কাজ এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য লাভের অন্যতম মাধ্যম।

আগুনে পুড়ে গেলে পাঠ করার দো'আ

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'সা রব্বান্‌না-স, ইশ্‌ফি আনতাশ্‌শা-ফিয়া লা- শা-ফী ইল্লা- আন্‌ত।

অনুবাদঃ হে সকল মানবের প্রতিপালক! আমার কষ্ট দুর করে দাও, আমাকে সুস্থতা দাও। একমাত্র তুমিই শিফাদাতা। তুমি ব্যতিত অন্য কোন শিফাদাতা নেই। (সুনানে কুবরা লিন্‌নাসাঈ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২০৪)

ফযীলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার দয়ায় আরোগ্য লাভ করবে। আর মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার প্রতিদান স্বরূপ। (বাহারে শরীয়ত)

আযানের উত্তর দেয়ার ফযীলত

মদীনার তাজদার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 'হে মহিলাগণ! যখন তোমরা বিলাল রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু কে আযান ও ইক্বামত দিতে শুনবে, তখন সে যেভাবে বলে তোমরাও অনুরূপ বলবে, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য প্রত্যেক শব্দের বিনিময়ে এক লক্ষ নেকী লিখে দিবেন, এক হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং এক হাজার গুনাহ্ মুছে দিবেন।

মহিলাগণ এটা শুনে আরয করলেন: এটা তো মহিলাদের জন্য, পুরুষদের জন্য কি রয়েছে? ইরশাদ করলেন: "পুরুষদের জন্য এর দ্বিগুণ।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫৫তম খন্ড)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তির প্রকাশ্যভাবে কোন অধিক পরিমাণ নেক আমল ছিলনা। ওইব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতেই অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন; "তোমরা কি জানো! আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।" এতে লোকেরা অবাক হয়ে গেলো, কেননা বাহ্যিকভাবে তার কোন বড় আমল ছিলনা। সুতরাং এক সাহাবী তাঁর বিধবা স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করলেন; "তার কোন বিশেষ আমল আমাকে বলুন"। তখন সে উত্তর দিল; "তার এমন কোন বিশেষ বড় আমল আমার জানা নেই, শুধু এতটুকু জানি যে, দিন বা রাত যখনই তিনি আযান শুনতেন তখন অবশ্যই উত্তর দিতেন"।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৪০তম খন্ড)

আযানের দো'আ

আযানের পর মুয়াযযিন ও শ্রোতাগণ দুরূদ শরীফ পড়ে এ দো'আটি পাঠ করুন

اَللّٰھُمَّ رَبَّ ھٰذِہِ الدَّعْوَۃِ التَّآمَّۃِ ط وَالصَّلٰوۃِ الْقَآئِمَۃِ ط اٰتِ سَیِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِیْلَۃَ
وَالْفَضِیْلَۃَ ط وَالدَّرَجَۃَ الرَّفِیْعَۃَ ط وَابْعَثْہُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِیْ وَعَدْتَّہٗ ط وَارْزُقْنَا
شَفَاعَتَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ط اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ط

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ্। ওয়াস্ সলা-তিল ক্বা-ইমাহ্। আ-তি সায়্যিদানা- মুহাম্মাদানিল ওয়াসী-লাতা ওয়াল ফদ্বী-লাহ্। ওয়াদ্দারাজাতার রফী'আহ্। ওয়াব'আসহু মাক্বা-মাম মাহমূদা নীল্লাযী ওয়া'আত্তাহ্। ওয়ারযুক্বনা- শাফা-'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্। ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী-'আ-দ। অতঃপর দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই মালিক। তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম কে দানকর ওয়াসীলা, সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করো। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ এবং ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ নসীব করো। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।

আযান ও ইক্বামাতের মধ্যখানে পড়ার দো'আ

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَۃَ فِی الدِّیْنِ وَالدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ ۔

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস আলুকাল্ 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ্ দ্বীনি ওয়াদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ্।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি ক্ষমা, সুস্থতা (নিরাপত্তা), দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাত। (তিরমিযী, বাহারে দো'আ, পৃষ্ঠা-২৭)

ফযীলতঃ ইক্বামতের পূর্বে সুযোগ থাকলে পড়ে নিলে ইনশাআল্লাহ্ কৃত দো'আ ক্বূল হবে। যেহেতু তখন দো'আ ক্বূল হওয়ার একটি সময়।

আক্বীক্বার দো'আ (ছেলে সন্তান)

اَللّٰھُمَّ ھٰذِہٖ عَقِیْقَۃُ اِبْنِیْ (এখানে ছেলে সন্তানের নাম উল্লেখ করুন) دَمُھَا
بِدَمِہٖ وَلَحْمُھَا بِلَحْمِہٖ وَعَظْمُھَا بِعَظْمِہٖ وَجِلْدُھَا بِجِلْدِہٖ وَشَعْرُھَا
بِشَعْرِہٖ اَللّٰھُمَّ اجْعَلْھَا فِدَآءً لِّاِبْنِیْ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হা-যিহী 'আক্বিক্বাতু ইব্নী দামুহা- বিদামিহী ওয়া-লাহমুহা- বিলাহমিহী- ওয়া 'আযমুহা- বিআযমিহী- ওয়া জিলদুহা- বিজিলদিহী ওয়া শা'রুহা- বিশারিহী আল্লা-হুম্মাজ 'আলহা- ফিদা-আল লিইব্নী মিনান্না-র। বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এটা আমার সন্তান..... এর আক্বীক্বা, এটা রক্ত তার রক্তের, এটার গোশ্ত তার গোশ্তের, এটার হাড় তার হাড়ের, এটার চামড়া তার চামড়া, এটার লোম তার লোমের বদলা স্বরূপ। হে আল্লাহ! এটাকে আমার সন্তানের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁর ফিদিয়া হিসেবে বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। (ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্, খন্ড-২০)

আক্বীক্বার দো'আ (কন্যা সন্তান)

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ بِنْتِيْ (এখানে কন্যা সন্তানের নাম উল্লেখ করুন) دَمُهَا

بِدَمِهَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهَا وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهَا وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهَا

وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَآءً لِّبِنْتِيْ مِنَ النَّارِ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হা-যিহী 'আক্বিক্বাতু বিনতী দামুহা- বিদামিহা- ওয়া-লাহমুহা- বিলাহমিহা- ওয়া 'আযমুহা- বিআযমিহা- ওয়া জিলদুহা- বিজিলদিহা ওয়া শা'রুহা- বিশারিহা আল্লা-হুম্মাজ 'আলহা- ফিদা-আল লিবিনতী মিনান্না-র। বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এটা আমার মেয়ে সন্তান..... এর আক্বীক্বা, এটা রক্ত তার রক্তের, এটার গোশ্ত তার গোশ্তের, এটার হাড় তার হাড়ের, এটার চামড়া তার চামড়া, এটার লোম তার লোমের বদলা স্বরূপ। হে আল্লাহ! এটাকে আমার সন্তানের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁর ফিদিয়া হিসেবে বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। (ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্, খন্ড-২০)

ইস্মে আ'যম, দো'আ ইউনুস

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা সুবহা-নাকা ইন্নী- কুন্তু মিনায্ য-লিমীন।

অনুবাদ ঃ কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত; পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। (সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮৭)

ফযীলত ঃ হযরত সা'দ ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউনুস আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলে দো'আ করেছিলেন সেটি আল্লাহ্র ইসমে আ'যম, যা দিয়ে ডাকলে আল্লাহ্ তা'আলা সাড়া দেন এবং যদ্দারা চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেন। (আল মুসতাদরক, খন্ড-১)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (হযরত যুন্নুন (ইউনুস 'আলায়হিস্সালাম) মাছের পেটে যে দো'আ করেছিলেনঃ লা–ইলা-হা ইল্লা আন্তা ..... এ দো'আ দ্বারা যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে দো'আ করবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার দো'আ কবুল করবেন। (তিরমিযী শরীফ)

ইফত্বারের সময় পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা- রিযক্বিকা আফ্ত্বার্ত্।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি, এবং তোমারই রিযক্ব দ্বারা ইফত্বার করেছি। (আবূ দাউদ, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৫)

ফযীলতঃ খেজুর, খোরমা অথবা পানি দ্বারা ইফত্বার করা সুন্নাত। খেজুর খেয়ে অথবা পানি পান করার পর এই দো'আ পড়বেন। ইফত্বারের দো'আ সাধারণতঃ ইফত্বারের পূর্বে পড়ার প্রচলন আছে, কিন্তু ইমাম আহমদ রযা (রহমাতুল্লাহি আলায়হ) তাঁর ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্'র ৩য় খন্ডে গবেষণালব্দ মাসআলা এটাই পেশ করেছেন যে, দো'আ (একটা খেজুর বা একটু পানি পান করে) ইফত্বারের দো'আ পড়া হবে। অবশ্যই ইফত্বারের পূর্বে খানার পূর্বের দো'আ অথবা বিস্মিল্লা-হ্ পড়ে নিন।

ইফত্বারের পর পড়ার দো'আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণঃ যাহাবায্‌মাউ ওয়াব্‌ তাল্লাতিল উ'রূক্ব ওয়া সাবাতাল আজ্‌রু ইন্‌শা-আল্লাহ্‌। (প্রাগুক্ত)

অনুবাদঃ পিপাসা চলে গেলো, রসগুলো ভিজে দূর্বলতা কেটে গেলো এবং আল্লাহ্‌ চাইলে প্রতিদানও অবশ্যই মিলবে। (আবূ দাউদ)

ফযীলতঃ এ দো'আ পাঠ করলে হাদীসে পাকের উপর আমল হবে। এর পরে খানা খাওয়ার দো'আও পাঠ করে নিন।

ইফত্বারের দা'ওয়াতে পড়ার দো'আ

اَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّآئِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ

উচ্চারণঃ আফত্বারা 'ইনদাকুমুস্‌ সায়া-ইমূনা ওয়া আকালা ত'আমাকুমুল আব্‌র-রু ওয়া সল্লাত 'আলায়কুমুল মালা-ইকাহ্‌।

অনুবাদঃ তোমাদের নিকট রোযাদারা ইফত্বার করলে, নেক্‌কার লোকেরা তোমাদের খানা খেলো, আর ফেরেশ্‌তারা তোমাদের জন্য রহমতের দো'আ করলো। (আবূ দাউদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

ফযীলতঃ কেউ কোন উপকার করলে, কিছু পানাহার করালে তার জন্য দো'আ করা উচিত। এরপর খাবার পরের দো'আও পাঠ করে নিন।

ঈমানের সাথে মৃত্যুর একটি আমল

যে ব্যক্তি হযরত খাজা খাদ্বির 'আলায়হিস্‌ সালাম-এর মুবারক নাম, কুনইয়াত বা উপনাম, পিতার নাম ও তাঁর উপাধী মনে রাখবে, ইনশআল্লাহ্‌ তার ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে। তা হলো- (হযরত) আবুল আব্বাস (কুন্‌ইয়াত) বালইয়া (নাম) ইবনে মালিকান (পিতার নাম) আল খাদ্বির (উপাধী)। (তাফসীরে সাভী, খন্ড-২)

ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণের দো'আ

يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণঃ ইয়া- হাইয়্যু ইয়া- ক্বায়্যূমু লা- ইলা- হা ইল্লা- আন্‌তা।

অনুবাদঃ হে চিরজীবি! হে চিরস্থায়ী! তুমি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই।

ফযীলতঃ এ দো'আ সর্বদা পাঠকারীর ঈমান সহকারে মৃত্যুলাভ হবে ইনশা-আল্লাহ্‌। (মালফূযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা-২৩৪)

ঈদের অমূল্য উপহার

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহ্‌।

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও তাঁর প্রশংসা।

ফযীলতঃ যে ব্যক্তি ঈদের দিন (উভয় ঈদে) ৩০০ বার এ দো'আটি পাঠ করে মৃত মুসলমানদের রূহে এর সাওয়াব হাদিয়া হিসেবে পেশ করে, তবে প্রত্যেক মুসলমানের ক্বরে এক হাজার করে নূর প্রবেশ করবে। আর যখন ওই পাঠক নিজে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করাবেন। (মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা-৩০৮)

উঁচু স্থানে আরোহণ ও নিচে অবতরণের দো'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ / سُبْحَانَ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আকবার / সুবহা-নাল্লা-হ্‌।

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌ সবচেয়ে বড় / আল্লাহরই পবিত্রতা

ফযীলতঃ সিঁড়ি, পাহাড়, রাস্তা ইত্যাদিতে আরোহনের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা এবং তা থেকে নিচের দিকে অবতরণের সময় 'সুবহানাল্লা-হ্‌' বলা সুন্নাতে হাবীবে কিবরিয়া। (বোখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৭)

উভয় জগতের অসম্মান থেকে রক্ষার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আহ্‌সিন 'আক্বিবাতানা- ফিল্‌ উমূরি কুল্লিহা- ওয়া আজিরনা-মিন খিয্‌য়িদ্‌ দুন্‌ইয়া ওয়া আ'যা- বিল আ-খিরাহ্‌।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্‌ ! আমাদের পরিমানামকে সুন্দর করে দাও, সব বিষয়ে আমাদেরকে মুক্তি দাও, দুনিয়ার লাঞ্চনা থেকে এবং আখিরাতের আযাব থেকে। (ত্বরানী শরীফ)

ফযীলতঃ এ দো'আ মোনাজাতে বা অন্য সময়ে বারংবার পাঠ করতে থাকলে, দুনিয়া ও আখিরাতের অসম্মান থেকে রক্ষা পাবে।

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়ের দো'আ

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

উচ্চারণঃ জাযা-কাল্লা-হু খয়রা- ।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান)

ফযীলতঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা হতে বর্ণিত, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করেনা, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করেনা। (সুতরাং মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন) [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

উনিশজন ফিরিশতার আযাব থেকে রক্ষার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম ।

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ফযীলতঃ বিসমিল্লা- হির রহমা-নির রহীম এর মধ্যে ১৯টা হরফ রয়েছে। আর দোযখের আযাবের ফিরিশতাও উনিশজন। সুতরাং আশা করা যায় যে, প্রতিটি হরফের বারাকাতে একেকজন ফিরিশতার শাস্তি দূর হয়ে যাবে। অপর একটা উপকারিতা এও রয়েছে যে, দিন ও রাতে ২৪ ঘন্টা হয়। তন্মধ্যে পাঁচ ঘন্টাকে পাঁচ নামায ঘিরে নিয়েছে। আর বাকী উনিশ ঘন্টার জন্য বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম-এর উনিশ হরফ দান করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম এর ওয়াযীফাহ্ (সকল নেক ও জায়েয কাজের শুরুতে) আদায় করতে থাকবে ইন্শাআল্লাহ্ তার প্রতিটি ঘন্টা ইবাদতে গণ্য হবে এবং প্রতিটি ঘন্টার গুণাহ মাফ হয়ে যাবে। (তাফসীরে না'ঈমী)

ঋণমুক্ত হওয়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাক্ ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বলিকা আ'ম্মান সিওয়া-ক্।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাকে হালাল রিযক্ব দানের মাধ্যমে হারাম থেকে রক্ষা করো এবং তোমার দয়া ও মেহেরবাণীতে তুমি ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী করিও না ।

ফযীলতঃ ঋণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর (সুন্নাত ও নফল থাকলে তা আদায়ের পর) ১১ বার পাঠ করুন। বর্ণিত আছে যে, এক মুকাতাব গোলাম (মুকাতাব ঐ গোলাম বা দাসকে বলে যে টাকা আদায়ের বিনিময়ে স্বাধীন হওয়ার চুক্তি করেছে) হযরত আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্ সমীপে আরয করলো, "আমি আমার চুক্তিমত টাকা আমার মুনিবকে আদায় করতে অপারগ, আমাকে সাহায্য করুন।" তিনি বললেন, "আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিক্ষা দেবনা, যা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন? যদি তোমার উপর পাহাড় সমান ঋণ থাকে তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পক্ষ থেকে পরিশোধ (করার ব্যবস্থা) করে দিবেন।" তুমি এভাবে বলবে–

(সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-৩২৯)

একাকী অবস্থায় ভীত না হওয়ার দো'আ

يَا وَاحِدُ

উচ্চারণঃ ইয়া ওয়া-হিদু

অনুবাদঃ হে একক !

ফযীলতঃ যদি একাকী অবস্থায় ভয় লাগে, তাহলে তখন এক হাজার একবার(১০০১) পাঠ করে নিন। অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে যাবে।

(চালাস রূহানী ই'লাজ)

এক গোলাম আযাদের সাওয়াব লাভের দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারী-কালাহূ- লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা-কুল্লি শায়্যিন ক্বদীর।

অনুবাদঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্বরাজ্য তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই নিমিত্তে, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (যা তিনি চান)

ফযীলতঃ যে ব্যক্তি সকালে এটা পাঠ করে নেয়, তবে সে হযরত ইসমাঈল আ'লায়াহিস্‌সালাম'র বংশের একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে।
(মিরআত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩)

ঐক্যবদ্ধ থাকার দো'আ

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আ'লায়হ্ লিখেছেন, ঘরে প্রবেশ করার সময় সর্বপ্রথম বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম পাঠ করে (ঘরে প্রবেশের দো'আও পড়ে নিন) ডান পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে সালাম দিন। যদি ঘরে কেউ না থাকে, তবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

আস্‌সালা-মু 'আলায়কা আয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহ্ বলে ঘরে প্রবেশ করুন। কোন কোন বুযুর্গকে দেখা গেছে যে, যখন তাঁরা দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তাঁরা বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম ও (সূরা ইখলাস) قُلْ هُوَاللهُ اَحَد শরীফ পাঠ করে নিতেন। কারণ এর দ্বারা ঘরের লোকদের মধ্যে একতা বজায় থাকে (অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদ হয় না) এবং রুযির মধ্যে বারাকাত হয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬-খন্ড, পৃষ্ঠা-৯)

ওযূর পূর্বে পড়ার দো'আ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হ্
অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র।
ফযীলতঃ হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আ'ন্‌হ হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা আ'লায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন হে আবূ হুরায়রা! যখন ওযূ কর তখন (বিসমিল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হ্) বলে নিও, যতক্ষন পর্যন্ত ওযূ থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত তোমার ফিরিশতাগণ (কেরামান কাতিবীন) তোমার জন্য নেকী সমূহ লিখতে থাকবেন। (ত্বরানী শরীফ)
যে ব্যক্তি ওযূর সময় এ কালিমা (লা-ইলা-হা ইলালা-হ্) পড়বে আলাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা প্রতিটি পানির ফোঁটার বিনিময়ে একজন (করে) ফিরিশতা সৃষ্টি করবেন। যিনি (ফিরিশতা) ক্বিয়ামত পর্যন্ত কালিমা পাঠ করবেন আর ওইসবের সাওয়াব সে ব্যক্তি পাবে। (আনীসুল ওয়া'ইযীন)

মাসআলাঃ টয়লেট সংযুক্ত গোসলখানায় ওযূ করার সময় মুখ দিয়ে কোন দো'আ-দুরূদ পড়বেন না

ঔষধ সেবনের দো'আ

بِسْمِ اللهِ الشَّافِيْ - بِسْمِ اللهِ الْكَافِيْ

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা-হিশ্‌শা-ফী, বিস্‌মিল্লা-হিল কা-ফী।
অনুবাদঃ ওই আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ, যিনি আরোগ্যদাতা, ওই আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ ,যিনি যথেষ্ট।

ফযীলতঃ হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আ'লায়হ্ বলেন, যে রোগী বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ঔষধ সেবন করবে ইনশাআল্লাহ্ ঐ ঔষধ কার্যকর হবে। (তাফসীরে নাঈমী, ১ম-খন্ড, পৃষ্ঠা-৪২) ভরসা ঔষধের উপর নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার উপর রাখা উচিত। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহলেই আরোগ্য পবেন। অন্যথায় হতে পারে একই ঔষধ রোগ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হয়ে যায়। একই ঔষধ দ্বারা কেউ আরোগ্য লাভ করছে পক্ষান্তরে ঐ ঔষধ দ্বারা অন্য রোগী আরো কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অথবা পঙ্গুত্ব বা মৃত্যু বরণ করছে।

কবরস্থানে প্রবেশের দো'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ.

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-মু আ'লায়কুম ইয়া- আহলাল ক্বুবূরি ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা- ওয়ালাকুম ওয়া আন্‌তুম সালাফুনা- ওয়া নাহ্নু বিল আসার। (তিরমিযী শরীফ, হিসনে হাসীন, পৃষ্ঠা-১২২)
ফযীলতঃ জীবিত মুসলমানদের যেভাবে সালাম দেয়া কর্তব্য, মুসলমানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ও সালাম দেয়া কর্তব্য। সম্ভব হলে দাঁড়িয়ে অথবা চলতে-চলতে কিছু সূরা, দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে তাদের প্রতি ঈসালে সাওয়াব করুন হয়তো তা তাদের মুক্তির ওয়াসীলা হবে। মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত এবং আউলিয়া কিরাম ও শোহাদায়ে কিরাম এর মাযার শরীফে উপস্থিতি (যিয়ারত) সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য এবং ঈসালে সাওয়াব করা পছন্দনীয় ও সাওয়াবের কাজ। (ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্, ৯ম-খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩২)

হাদীসে পাকে রয়েছে, যে ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এর সাওয়াব মৃত (মুসলিম) কে পৌছায়, তাহলে সে মৃতদের সংখ্যার সমান (অর্থাৎ সাওয়াব প্রদানকারী) সাওয়াব পাবে। (রদ্দুল মুখতার, ৩- খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩)

কবর তাল্‌কীনের দো'আ

اُذْكُرْ مَاخَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَدَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا.

উচ্চারণঃ ওযকুর মা-খরাজতা আ'লায়হি মিনাদ্ দুন্‌ইয়া- শাহাদাতা আলা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবুদুহু ওয়া রসূলুহু (রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) ওয়া আন্নাকা রদ্বীতা বিল্লা-হি রব্‌বাওঁ ওয়াবিল ইসলা-মি দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) নাবিয়্যাওঁ ওয়াবিল ক্বোরআ-নি ইমা-মা-।

অনুবাদঃ তুমি তা স্মরণ করো, যা বলে তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছো অর্থাৎ একথা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং (হযরত) মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল (সল্লাল্লাহু আ'লায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) এবং এটাও বলো যে, তুমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম হিসেবে, (হযরত) মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল হিসেবে এবং ক্বোরআন করীমকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছো এবং এর উপর সন্তুষ্ট ছিলে।

ফযীলতঃ রসূলে করীম (রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কোন ভাই মৃত্যুবরণ করে, আর (তখন) তাকে কবরে

সমাহিত করার পর তোমাদের মধ্যে একজন তার কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে বলবে, হে অমুকের ছেলে অমুক! (মায়ের নাম নিয়ে) তখন সে তা শুনতে পাবে, কিন্তু উত্তর দিবেনা। অতঃপর যখন আবারো বলবে, হে অমুকের ছেলে

অমুক! তখন মৃত ব্যক্তি সোজা হয়ে বসে পড়বে। আবার যখন বলবে, হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন সে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর দয়া করুক। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও। কিন্তু মৃত ব্যক্তির একথা তোমরা শুনতে পাবে না। অতঃপর সে (অর্থাৎ তালকীনকারী) বলবে,

اُذْكُرْ ..... وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا (পর্যন্ত পড়বে) তালকীনকারী একথা বলার পর মুনকার-নাকীর ফিরিশতাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলবেন, চলো আমরা চলে যাই। তার পাশে বসে থেকে আমাদের কোন লাভ নেই যাকে লোক দলীল শিখিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তি রসূলে করীম রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আরয করলো, যদি তার মায়ের নাম জানা না থাকে, তখন কিভাবে তালকীন করাবে? রসূলুল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "(হযরত) হাওয়া রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা-এর দিকে সম্পর্কিত করে।" (অর্থাৎ তাঁর নাম তার মায়ের স্থলে ব্যবহার করতে হবে) (আল কবীর লিত ত্বরানী, খন্ড-৮ , পৃষ্ঠা-২৫০)

কুকুরের ডাক শুনে পড়ার দো'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মিশকাত শরীফ)

কুমন্ত্রণার শিকার হলে পড়ার দো'আ

اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আহাদুন আল্লা-হুস্ সমাদু লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ। আউ'যুবিল্লা-হি মিনাশ্‌শায়ত্ব-নির রজীম। (বোখারী-মুসলিম শরীফ)

ফযীলতঃ অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে করলে এ দো'আ পড়তে থাকলে, কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

কু-দৃষ্টি দূর হওয়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ وَلَا تَضُرَّهُ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলায়হি ওয়ালা- তাদ্বুর্‌রাহূ মা-শা-আল্লা-হু লা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্।

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ্! এর মধ্যে বরকত অবতীর্ণ করো ও এটার যেন ক্ষতি না হয়। যা কিছু আল্লাহ্ চেয়েছেন তাই তো হয়েছে। নেই ক্ষমতা (অসৎ কর্ম থেকে বাঁচার) আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত।

ফযীলত ঃ নিজের, চাই নিজের বন্ধুর (বা অন্য কারো) কোন বস্তু (ফলবান বৃক্ষ, ক্ষেত, পশু, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) পছন্দ হলে, কু-দৃষ্টি বা বদ নযর থেকে ঐ বস্তুকে রক্ষার জন্য এ দো'আ পাঠ করুন। বদ নযর পড়াটা সত্য। মানুষকে কবর ও উটকে ডেগসিতে পৌঁছায়। মুফতী আহমদ ইয়ারখান রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, যদি কোন পছন্দনীয় (বৈধ) বস্তু দেখে মাশা-আল্লাহ্ অথবা বা-রকাল্লা-হু বলে দেয়, তবে বদ নযর লাগেনা। যদি এসব পড়া ব্যতীত অবাক হয়ে দেখে ও বিস্ময়ের শব্দ বলে, তাহলে বদ নযর লেগে যায়। (মিরআত, ৬)

কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষার দো'আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীমি ওয়া বিহামদিহ্।

অনুবাদ ঃ মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা ও তাঁর প্রশংসা।

ফযীলত ঃ অর্ধ রাত্রির পর থেকে সূর্য-রশ্মি উজ্জ্বল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় ৩ বার পাঠ করলে উন্মাদনা, কুষ্ঠ ধবল রোগ এবং অন্ধত্ব থেকে নিরাপদ থাকবে। (আল ওয়াযীফাতুল কারীমাহ্, পৃষ্ঠা-১৫)

কোরবানীর পশু জবাই করার দো'আ

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَر

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমি আমার মুখমন্ডল তাঁর দিকে ফিরালাম একমাত্র তাঁরই জন্যে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তাঁরই হয়ে এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই। (পারা-৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানী সমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ- সবই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের। (পারা-৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ১৬২)

তাঁর কোন শরীক নেই; আমার প্রতি এটাই হুকুম রয়েছে আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্র নামে আরম্ভ,আল্লাহ্ মহান।

কাপড় পরার সময়ের দো'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লা-হিল্ লাযী কাসা-নী হা-যা- ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গয়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্বওওয়্যাহ্।

অনুবাদঃ আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছেন। এবং আমার শক্তি-সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে এটা প্রদান করেছেন।

ফযীলতঃ যে ব্যক্তি কাপড় পরার সময় এটা পাঠ করবে, তার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৯)

কাপড় খোলার সময়ের দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হ।

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ।

ফযীলতঃ জ্বিনদের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হলো যে, কাপড় খোলার সময় بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা। (আল মু'জামুল আওসাত, ১খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৩)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আ'লায়হ্ বলেন, যেমন দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে আড়াল সৃষ্টি করে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাকের যিক্‌র জ্বীনদের দৃষ্টির সম্মুখে আড়াল সৃষ্টি করে। (মিরআত, খন্ড-১)

খানা খাওয়ার পূর্বে পড়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ ۔

এরপর পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ওয়া বিল্লা-হিল্লাযি লা-ইয়াদ্বুরু মা'আস্‌মিহী শায়উন ফিল আরদ্বি ওয়ালা-ফিস্‌সামা-ই ইয়া হায়্যু ইয়া-ক্বায়্যূম।

এর পর পড়বেন- বিসমিল্লা-হি ওয়া আ'লা- বারাকাতিল্লা-হ্

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যাঁর নামের বারাকাতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না। হে চিরঞ্জীব ও চিরপ্রতিষ্ঠিত। (আল্লাহ্'র

নামে আরম্ভ এবং তাঁর কল্যাণে)। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, দায়লামী)
ফযীলতঃ খাবারে (জাদু ইত্যাদির প্রভাব) বিষও থেকে থাকে তবুও ইনশাআল্লাহ্ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫)

খানা খাওয়ার পরের দো'আ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লা-হিল্ লাযী 'আত্ব আ'মানা- ওয়াসাক্বা-না- ওয়া জাআ'লানা- মুসলিমীন।
অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলার শোক্র, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন ও পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানালেন। (সুনানে আবূ দাঊদ, খন্ড-৩)
ফযীলতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'মাত অর্জনের পর শোকর আদায় করলে, আল্লাহ্পাক তা আরো বৃদ্ধি করে দেন।
এ দো'আয় পানাহারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে মুসলমান হিসেবে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে। এ দো'আর বারাকাতে আমাদের রিযক্বের স্থায়িত্বের সাথে ঈমানেরও স্থায়িত্ব নসীব হবে ইনশা-আল্লাহ্।

খানার দা'ওয়াতে খাওয়ার পর পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আত্বই'ম মান্ আত্বআ'মানী ওয়াস্কি মান সাক্বা-নী।
অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তাঁকে খাওয়ান, যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করান, যিনি আমাকে পান করিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ, ২ খন্ড)
ফযীলতঃ উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার জন্য দো'আ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এভাবে মেজবানের জন্য দো'আ করলে তার অন্তর খুশী হবে। আর মুসলমানের অন্তরে খুশী প্রদান করাও সাওয়াবের কাজ।

গীবত থেকে বাঁচার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম ওয়া সাল্লাল্লা-হু তা'আলা-আ'লা-মুহাম্মাদ।
অনুবাদঃ আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় এবং আল্লাহ্

তা'আলার রহমত, হযরত মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) এর উপর বর্ষিত হোক।
ফযীলতঃ শাহানশাহে মদীনা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বৈঠকে বসবে তখন বলবে

তখন আল্লাহ্ তোমার জন্য একজন ফিরিশতা নির্ধারণ করে দিবেন, যিনি তোমাকে গীবত বা পরনিন্দা থেকে রক্ষা করবেন। আর যখন মজলিস থেকে উঠবে তখন বলবে: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ তখন ঐ ফিরিশতা লোকদেরকে তোমার গীবত থেকে রক্ষা করবেন। (আল ক্বাওলুল বদী', পৃষ্ঠা-২৭৮)
এ দো'আয় পানাহারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে মুসলমান হিসেবে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে। এ দো'আর বারকতে আমাদের রিযক্বের স্থায়িত্বের সাথে ঈমানেরও স্থায়িত্ব নসীব হবে ইনশা-আল্লাহ্।

গন্তব্যে পৌছে পড়ার দো'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ আউ'যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন শার্‌রি মা-খলাক্ব।
অনুবাদঃ আল্লাহ্'র পূর্ণ কলমা সমূহের মাধ্যমে (ওসীলা নিয়ে) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উহার যাবতীয় মন্দ থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।
ফযীলতঃ গন্তব্যে পৌছার পর এ দো'আটি মাঝে মধ্যে পড়তে থাকুন, যাবতীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবেন। (কানযুল উম্মাল, ৬ খন্ড)

গোলাপ ফুলের সুঘ্রাণ নেয়ার সময় পড়ার দো'আ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ - وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَاللّٰهِ .

উচ্চারণঃ আস্সা-লা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলায়কা ইয়া-নাবিয়্যাল্লা-হ্ ওয়া 'আলা- আ-লিকা ওয়া আসহা-বিকা ইয়া-নূরল্লা-হ্। (নুযহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা-১১০; আবে কাওসার, পৃষ্ঠা-৫৮)
ফযীলতঃ ওলামায়ে কিরাম বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র ঘামের সুঘ্রাণ গোলাপে পাওয়া যায়। (মাদারিজুন নুবুওয়্যাহ্) তাই দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে এর সুঘ্রাণ গ্রহণ করা উত্তম।

ঘরে প্রবেশের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلِجِ وَخَیْرَالْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা খয়রাল মাওলিজি ওয়া খয়রাল মাখরাজি বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজ্না- ওয়া 'আলাল্লা-হি রব্বিনা- তাওয়াক্কাল্না-। (অতঃপর ঘরে অবস্থানকারীদেরকে সালাম করবে)।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার মহান দরবারে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ্র নামে আমরা প্রবেশ করলাম এবং আমাদের রব আল্লাহ্র উপরই আমরা ভরসা করলাম। (আবূ দাউদ, ৪র্থ খন্ড)

ফযীলতঃ হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সা'দ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম'র নিকট অভাব-অনটনের অভিযোগ করলে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করো যে, এমতাবস্থায় ঘরে কেউ আছে তখন সালাম দিয়ে প্রবেশ করো। আর যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করো এবং একবার قُلْ هُوَاللّٰهُ শরীফ (সূরা ইখলাস) পাঠ করো। ঐ ব্যক্তি উক্ত আমল করলো অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন সম্পদশালী করলেন যে, সে নিজের প্রতিবেশীদেরকেও (আর্থিকভাবে) সাহায্য করতে লাগলো। (তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড-১০)

নোটঃ খালি ঘরে এভাবে সালাম করবেন অর্থাৎ হে নবী! আপনার উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৬)

ঘর থেকে বের হওয়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্।

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, আল্লাহ্র উপরই ভরসা করলাম, নেই শক্তি (সৎকর্ম করার), নেই ক্ষমতা (অসৎ কর্ম থেকে বাঁচার) আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতীত। (আবূ দাউদ শরীফ)

ফযীলতঃ হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজ ঘর হতে বের হয়, তখন সে যেন বলে নেয়,
بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .
তখন তাকে বলা হয়, 'তোমাকে সঠিক পথের দিশা ও পরিতুষ্টি দেওয়া হলো, আর তোমাকে সংরক্ষিত করে দেওয়া হলো।' অতঃপর শয়তান তার নিকট হতে দূরে পলায়ন করে। আর তাকে অন্য এক শয়তান বলে, 'ওই লোকের সাথে তোমার কি সম্পর্ক, যাকে সঠিক পথ-নির্দেশনা ও পরিতুষ্টি প্রদান করা হয়েছে এবং যাকে সংরক্ষিত করা হয়েছে?' (অর্থাৎ এ দো'আ পাঠ করার পর অদৃশ্য ফিরিশতা তাকে সম্বোধন করে বলে, ''তুমি বিসমিল্লা-হ্'র বারাকাতে হিদায়ত বা সঠিক পথের দিশা পেয়েছো, আল্লাহ্র উপর ভরসা'র মাধ্যমে পরিতুষ্টি পেয়েছো এবং লা-হাওলা'র মাধ্যমে সংরক্ষণ পেয়েছো। তিনটি বস্তুর জন্য তিনটি নি'মাত পাওয়া গেছে। (মিরআতুল মানাজীহ্, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫১)

ঘরের (আলমারীর) দরজা বন্ধ করার সময়ের দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

অনুবাদ ঃ অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ফযীলত ঃ ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় বিসমিল্লা-হ্ পাঠ করলে, শয়তান ও দুষ্ট জ্বিন আলমারীর মালামাল চুরি করতে পারবে না এবং ঘরে (আলমারী) প্রবেশ করতে পারবে না। (বোখারী শরীফ, খন্ড-৬)

নোটঃ খোলার সময়ও পাঠ করবেন।

ঘুমানোর পূর্বে পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْیَا .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া-।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই। (তথা ঘুমাই ও জাগ্রত হই)। (বোখারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৩)

ফযীলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ব, তখন যদি মৃত্যু হয়ে যায় তবে সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। আর এভাবে প্রশংসা করে ঘুমিয়ে পড়লে কবর থেকেও মহান মালিকের প্রশংসা করতে করতেই উঠবো ইনশা-আল্লাহ (শাজারায়ে কাদেরিয়া, রযভিয়্যাহ্)

দু'জন গোলাম আযাদের সাওয়াব

তাজদারে রিসালাত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি শয়ন করার সময় ২ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা-হ্) বলে নেয়, সে যেনো আল্লাহ্‌র পথে দু'জন গোলাম আযাদ করলো। (আনীসুল ওয়া'ইযীন)

ঈমানের সাথে মৃত্যুর ওয়াযীফাহ্

ঘুমানোর সময় নিজের সকল ওয়াযীফাহ্ (যা আপনি আদায় করেন) আদায়ের পর ১ বার সূরা কাফিরূন প্রত্যেহ পাঠ করুন, এরপর কথাবার্তা বলবেন না। তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে কথা বলার পর পুনরায় তিলাওয়াত করে নিন, যেন শেষ এর উপরই হয়। ইনশাআল্লাহ্ ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে। (আল মালফূয, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৪)

নোটঃ তবে এরপর ফিক্‌র ও দুরূদে পাকে মশগুল থাকতে পারবেন, কিন্তু তখন পা একটু গুটিয়ে রাখবেন। কেননা শোয়াবস্থায় পা প্রসারিত রেখে এসব পাঠ করা মাকরূহ।

ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পড়ার দো'আ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণঃ আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা-আমা-তানা- ওয়া ইলায়হিন্ নুশূর।

অনুবাদঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন (জাগরণ) দান করেছেন। আর আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। (বোখারী, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩)

ফযীলত ঃ ঈমানের অর্ধেক হল শোকর। প্রতিটি নি'মাত প্রাপ্তিতে শোকর করা ঈমানদারের লক্ষণ। অনেকে ঘুমের মধ্যে মারা যান। আমরা যে জাগ্রত হয়ে পুনরায় দুনিয়াবী নি'মাত গুলো অর্জন বিশেষতঃ ইবাদতের পুনরায় সুযোগ পেয়েছি তার জন্য আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করছি। কারণ ঈমানের উপর জীবিত থাকাও বড় নি'মাত।

চাঁদ দেখে পড়ার দো'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ .

উচ্চারণঃ আ'উযুবিল্লা-হি মিন শার্‌রি হা-যাল গ-সিক্ব।

অনুবাদঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এই অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর মন্দ (অনিষ্ট) থেকে। (তিরমিযী শরীফ)

ফযীলতঃ চাঁদ দেখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে চন্দ্র-পূজারীদের খন্ডন হয়ে যায় যে, আমি ঐ রবের উপর ঈমান এনেছি বিধায় তাঁর ইবাদত করি, তাঁরই নিকট সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সময় পড়ার দো'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবর।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। (বোখারী শরীফ, খন্ড-১)

ফযীলতঃ কিছু মানুষ চন্দ্র ও সূর্যের শক্তি ও ক্ষমতা দেখে সেগুলোকে উপাস্য ভেবে পূজা করে থাকে। তাই আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে তার খন্ডন হয়ে যায় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। তাই ওই সময় বারংবার এটা পড়া উচিত ও কল্যাণকর।

ছেলে-সন্তান হওয়ার দো'আ

يَا بَارِئُ .

উচ্চারণঃ ইয়া-বা-রিউ

অনুবাদঃ হে উদ্ভাবনকারী (স্রষ্ঠা)!

ফযীলতঃ যে কেউ প্রত্যেক জুমু'আহ্'র দিন (শুক্রবার) যে কোন সময় ১০ বার পাঠ করে নেবে, সে পুত্র সন্তান লাভ করবে। (চালাস রূহানী ই'লাজ)

নোটঃ নারী গর্ভধারণ করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জুমুআ'হ'র দিন যে কোন সময় এটা পাঠ করে নিন, ওযূ না থাকলেও পড়তে পারবেন। পুত্র সন্তান হলে তার নাম মুহাম্মদ রাখার নিয়্যত করবেন। অবশ্য এর সাথে ডাক নাম রাখা যাবে, যেমন– মুয্‌যাম্মিল। তাহলে এখন নাম হলো মুহাম্মদ মুয্‌যাম্মিল এবং এর সাথে কোন সুন্নী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে, যেমন- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় সামর্থ

অনুযায়ী মান্নত করবেন। ইনশাআল্লাহ্ পুত্র সন্তান লাভ হবে। এটা পরীক্ষিত আমল। কারো মেয়ে সন্তানের প্রয়োজন হলে তিনিও এ আমল করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন মুসলিম মহিয়সী নারীর নামে নাম রাখবেন। যেমন- মোসাম্মৎ ফাতিমাতুয্ যাহ্রা।

জাহাজ, নৌকা, সাম্পানে আরোহণ করে পড়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌ بِیَمِیْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ.

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি মাজরে-হা- ওয়া মুরসা-হা- ইন্না রব্বী লাগফূরুর রহীম। ওয়ামা- ক্বাদারুল্লা-হা হাক্কা ক্বাদ্‌রিহী ওয়াল আরদ্বু জামী'আন ক্বাব্‌দ্বাতুহূ ইয়াউমাল ক্বিয়া-মাতি ওয়াস্‌সামা-ওয়া-তু মাত্বভিয়্যা-তুম্ বিইয়ামীনিহী সুবহা-নাহূ ওয়া তা'আলা- আ'ম্মা- ইউশরিকূন। (ত্বরানী ফিল কবীর, আবূ ইয়া'লা, ইবনে সুন্নী)

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র নামে সেটার গতি ও সেটার স্থিতি। নিশ্চয় নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা হূদ, আয়াত-৪১) এবং তারা আল্লাহ্‌র সম্মান করেনি যেমনিভাবে করা উচিত ছিলো, এবং তিনি ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবীকে জড়ো করে ফেলবেন এবং তাঁর ক্ষমতায় সমস্ত আসমানকে জড়ো করা হবে। আর তিনি তাদের শির্ক থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। (সূরা যুমার, আয়াত-৬৭)

ফযীলতঃ হযরত নূহ আ'লায়হিস সালাম যখন নৌযান চালানোর ইচ্ছা করতেন তখন বিসমিল্লাহ্ পড়তেন। তখন তা চলতে থাকতো। আর যখন তা থামাতে চাইতেন, তখনও বিসমিল্লাহ্ পড়তেন। অমনি তা থেমে যেতো। এখনো যে ব্যক্তি সামুদ্রিক যানে আরোহন করার সময় এ দো'আ পড়ে নেবে ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে) সে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপদে থাকবে এ থেকে বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক (বৈধ) কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া অতি প্রাচীন সুন্নাত। একথাও বুঝা গেলো যে, বিসমিল্লাহ'র সাথে স্থান ও কাল অনুসারে বচন মিলিয়ে নেওয়া চাই। সুতরাং ঔষধ সেবনের সময় 'বিসমিল্লা-হিশ্ শাফী, বিসমিল্লা-হিল কা-ফী' পড়বেন। আর (পশু) জবাই করার সময় পড়বেন- 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার'। দম বা ফুঁক দেওয়ার সময় 'বিসমিল্লা-হি আরক্বী কা' বলা উচিত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, সূরা হূদ, আয়াত-৪১)

এছাড়া যে ব্যক্তি নৌকায় (ইত্যাদিতে) আরোহনের সময় 'বিসমিল্লা-হ ও আলহামদু লিল্লা-হ' পড়ে নেবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে আরোহিত থাকবে

ততক্ষণ তার জন্য শুধু নেকীই লিখিত হতে থাকবে। (তাফসীরে নাঈমী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২)

জানাযা দেখে পড়ার দো'আ

سُبْحٰنَ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ .

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল হায়্যিল্লাযী লা-ইয়ামূত।

অনুবাদঃ মহান সত্ত্বার পবিত্রতা, যিনি জীবিত, যাঁর কখনো মৃত্যু আসবেনা।

ফযীলতঃ হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ'র ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, "একটি বাক্যের কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ জানাযা (লাশবাহী খাট) দেখে বলতেন, (তা হলো), سُبْحٰنَ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ সুতরাং আমিও জানাযা দেখে এরূপ বলতাম। আর এ বাক্য বলার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৬)

জানাযার খাট উঠানো ও কাঁধে নেয়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। (হিসনে হাসীন- পৃষ্ঠা-১১৯)

ফযীলতঃ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিসমিল্লা-হ এর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। (আদ্‌দুররুল মানসূর, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬) এ স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং এখানে স্মরণ করে পড়া উচিত।

জানাযায় প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَیِّنَا وَمَیِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِیْرِنَا وَكَبِیْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ط

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْیَیْتَهٗ مِنَّا فَاَحْیِهٖ عَلَی الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّیْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَی الْاِیْمَانِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লিহায়্যিনা- ওয়ামায়্যিতিনা- ওয়াশা-হিদিনা- ওয়া গ-য়িবিনা- ওয়া সগীরিনা- ওয়া কবীরিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উনসা-না-। আল্লা-হুম্মা মান আহ্ ইয়ায়তা-হূ মিন্না- ফাআহ্‌য়িহী 'আলাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফ্ ফায়তাহূ 'আলাল ঈমা-ন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমাদের প্রত্যেক জীবিতকে ও আমাদের প্রত্যেক মৃতকে, আমাদের প্রত্যেক উপস্থিতকে ও প্রত্যেক অনুপস্থিতকে, আমাদের ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো। আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবে, তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করো। (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৮৪)

জানাযায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَآ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ط

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা- ফারাত্বাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা-আজরাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা- শা-ফি'আওঁ ওয়ামুশাফ্‌ফা'আ-।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এই (ছেলে)কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারী করে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো কাজে আসার উপযোগী করে দাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দাও এবং তেমনই করো যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।
(কানযুদ দাকারিক, ৫২ পৃষ্ঠা)

জানাযায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ط

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ'আলহা- লানা- ফারাত্বাওঁ ওয়াজ'আলহা- লানা-আজরাওঁ ওয়াজ'আলহা- লানা- শা-ফি'আতাওঁ ওয়ামুশাফ্‌ফা'আহ্।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এই (মেয়ে)কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারীনী করে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং

সময় মতো কাজে আসার উপযোগী করে দাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারীনী বানিয়ে দাও এবং তেমনই করো যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। (কানযুদ দাকারিক, ৫২ পৃষ্ঠা)

জুমু'আহ্'র দিন ফজরের দো'আ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ .

উচ্চারণঃ আস্‌তাগফিরুল্লা-হাল্ লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা- হুয়া ওয়া আতূবু ইলায়হ্।

অনুবাদঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আর আমি তাঁর দিকে প্রত্যবর্তন করছি।

ফযীলতঃ হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হাবীবে খোদা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন ফজরের নামাযের পূর্বে ৩ বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ . পাঠ করবে, তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও অধিক হয়। (আল মু'জামুল আউসাত লিত ত্বরানী, খন্ড-৫)

জাদু থেকে রক্ষার দো'আ

يَا مُمِيْتُ

উচ্চারণঃ ইয়া- মুমীতু

অনুবাদঃ হে মৃত্যুদানকারী!

ফযীলতঃ যে প্রতিদিন যে কোন সময় ৭ বার পাঠ করে নিজের (শরীরের) উপর ফুঁক মেরে নেবে ইনশাআল্লাহ্ তাকে জাদু ক্ষতি করতে পারবেনা।
(চালিস রূহানী ই'লাজ)

টেনশান বা দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষার দো'আ

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা -কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্ ।

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত না আছে শক্তি (গুনাহ হতে বাঁচার), না সামর্থ্য, (ইবাদত করার)।

ফযীলতঃ হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ হতে বর্ণিত, মোস্তফা জানে রহমত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্ বলবে, তবে তা ৯৯ টি রোগের ঔষধ। এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা হলো দুশ্চিন্তা ও কষ্ট। (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২)

এছাড়া হযরত ওক্ববাহ্ বিন 'আমির রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত, শম'ই বযমে হিদায়ত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোন নি'মাত দান করেন, অতঃপর এই নি'মাতকে ওইবান্দা ধরে রাখতে চায়, তবে তার উচিত 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' বেশী পরিমাণ পাঠ করা (মু'জামুল কাবীর, খন্ড-১৭)

ডায়াবেটিস রোগের দো'আ

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

উচ্চারণঃ রব্বি আদখিল্নী মুদখলা সিদ্ক্বিওঁ ওয়াআখ্রিজনী মুখ্রজা সিদক্বিওঁ ওয়াজ 'আল্লী মিল্লাদুনকা সুলত্ব-নান্নাসীরা- ।

অনুবাদঃ হে আমার রব! আমাকে সত্যভাবে প্রবেশ করাও এবং সত্যভাবে বাইরে নিয়ে যাও আর আমাকে তোমার নিকট থেকে সাহায্যকারী বিজয় শক্তি দাও। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮০)

ফযীলতঃ এ দো'আটি সকাল সন্ধ্যা তিনবার করে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করুন। আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত এ আমল করুন। (মুসলমান যখনই কোথাও যায়, তখন সেখানে যেন এ দো'আটি পড়েই প্রবেশ করে। (মিরআত)

নোটঃ প্রতিদিন ৫টি এলাচির দানা (১টি এলাচির ভিতর অনেক থাকে সেগুলো থেকে পাঁচটি দানা) চিবিয়ে খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাবার ইত্যাদি খাবেন।

তেল লাগানোর সময় দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রাহমা- নির রহীম।

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ফযীলতঃ মাথা ও পুরুষের দাড়িতে তেল লাগানো সুন্নাত। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৭, আবূ দাউদ, খন্ড-৪)

হাদীসে পাকে রয়েছে, যে বিসমিল্লাহ্ পড়া ব্যতীত তেল ব্যবহার করে, তার সাথে ৭০ জন শয়তান অংশীদার হয়ে যায়। (আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ্, ইবনুস সুন্নী, ১খন্ড)

তারকা দেখে পড়ার দো'আ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

উচ্চারণঃ রব্বানা- মা-খলাক্বতা হা-যা- বা-ত্বিলান্ সুবহা-নাকা ফাক্বিনা- 'আযাবান না-র।

অনুবাদঃ হে আমাদের রব! তুমি এটা অনর্থক সৃষ্টি করোনি, পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯১)

ফযীলতঃ ওলামায়ে কিরাম বলেন, রাতে তারকা দেখে এ দো'আ পাঠকারী আকাশের তারকা সম পরিমাণ নেকী লাভ করবেন।

তারকা খসে পড়তে দেখার সময় পড়ার দো'আ

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

উচ্চারণঃ মা-শা-আল্লা-হু লা- ক্বওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ্।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলা যা চান। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি-সামর্থ নেই। (আ'মালুল ইয়াউমি ওয়াল লায়লাহ্, পৃষ্ঠা-১৯৮)

ফযীলতঃ এটা এক আশ্চর্য বিষয় আর এ সময় মা-শা-আল্লা-হ্ বলা উচিত আর এমন বিষয়ে ঈমান রাখা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া অসম্ভব তাই ওই সময় এ দো'আ পাঠ করা যথার্থ ।

তাহাজ্জুদের সময় পড়ার দো'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - سُبْحٰنَ اللّٰهِ - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আকবার, আল্হামদুলিল্লা-হ্, সুবহা-নাল্লা-হ্-, আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ্।

অনুবাদঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহর পবিত্রতা, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ফযীলতঃ রাতে নফল নামায, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি আদায়ের জন্য জাগ্রত হয়ে যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবেন তখন উপরোক্ত ইসমগুলো ১০ বার করে পাঠ করবেন। (আবূ দাউদ, নাসাঈ) ইনশাআল্লাহ্ অনেক ফায়দা অর্জিত হবে।

তারাভীহ্ নামাযে পড়ার দো'আ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ .

উচ্চারণ ঃ সুবহা-না যিল মুলকি ওয়াল মালাকূ-তি সুবহা-না যিল্ ইয্যাতি ওয়াল আ'যমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিব্‌রিয়া-য়ি ওয়াল জাবারূ-তি সুবহা-নাল মালিকিল হায়্যিল্ লাযী লা-ইয়ানা-মু ওয়ালা- ইয়ামূ-তু আবাদান আবাদান সুব্বূহুন্ কুদ্দূসুন রব্বুনা- ওয়া রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্‌রূহ্।

অনুবাদ ঃ পবিত্রতা রাজ ও মহারাজ্যের মালিকের; পবিত্রতা সম্মান, মহত্ব, ভক্তি প্রযুক্তভা; ক্ষমতা, বড়ত্ব ও দাপটের মালিকের, পবিত্র তার রাজাধিরাজ, চিরঞ্জীবের, যিনি না ঘুমান, না কখনো তাঁর মৃত্যু হবে, যিনি মহা পবিত্র আমাদের রব এবং ফিরিশতাদের, বিশেষ করে জিব্রাইলের ।

ফযীলত ঃ তারাভীহ্ এর মধ্যে প্রতি চার রাক'আতের পর ততটুকু সময় বিশ্রামের জন্য বসা মুস্তাহাব, যতক্ষণ সময় চার রাক'আত পড়তে লেগেছে। এ বিরতিকে তারভীহাহ্ বলে। (আলমগীরী, খন্ড-১)

তারাভীহ্র মধ্যভাগে ইখতিয়ার রয়েছে- চাই নিশ্চুপ বসে থাকুক কিংবা যিক্‌র, দুরূদ ও তিলাওয়াত করুক। অথবা একাকী নফল পড়ুক। (দুর্‌রে মুখতার, খন্ড-২)

প্রতি চার রাক'আত নামাযের পরক্ষণে বসে এ দো'আ পাঠ করা মুস্তাহাব। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব, পৃষ্ঠা-২৪০)

তাকবীরে তাশরিক্বের উপকারিতা

* যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের ফজর থেকে শুরু করে ১৩ তারিখের আছর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পর মসজিদে জামা'আত সহকারে আদায়রত নামাযীদেরকে একবার উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং তিনবার বলা উত্তম। আর একেই তাকবীরে তাশরিক্ব বলা হয় এবং সেটি হচ্ছে:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

(তানবীরুল আবছার সংলিত, ৩য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড)

* তাকবীরে তাশরিক্ব সালাম ফেরানোর পরপরই বলা ওয়াজিব। অর্থাৎ-যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন আমল না হয় যার কারণে (নামাযরত অবস্থায় হলে) নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। যেমন-মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে ওযু ভেঙ্গে ফেলল, চাই ভুল করে কথা বলুক, তবে তাকবীর রহিত হয়ে গেলো। আর যদি বিনা ইচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায় তবে (তাকবীর) বলে নিবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড) * শহরের মধ্যে অবস্থানরত মুকীম ব্যক্তির জন্য তাকবীরে তাশরিক্ব ওয়াজিব অথবা যে তার পেছনে ইকতিদা করল (তার জন্যও)। ঐ ইকতিদাকারী চাই মুসাফির হোক কিংবা গ্রামের অধিবাসী হোক এবং যদি সে ইকতিদা না করে তবে তার (অর্থাৎ মুসাফির ও গ্রামের অধিবাসীর) উপর ওয়াজিব নয়। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড)

দুধ পান করার পরের দো'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক লা-না-ফীহি ওয়াযিদ্‌না-মিন্‌হ্।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়ে আরো বেশী দান করো। (আবূ দাউদ, খন্ড-২)

ফযীলতঃ এ দো'আ পাঠকারী জান্নাতের দুধের নহর থেকে পান করার সৌভাগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্।

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার দো'আ

يَا وَكِيْلُ .

উচ্চারণঃ ইয়া ওয়াকীলু।

অনুবাদঃ হে কর্ম ব্যবস্থাপক!
ফযীলতঃ যে প্রতিদিন আসরের সময় (সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত) পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ্ বিপদ, দুর্ঘটনা হতে নিরাপদে থাকবে। (চালিস রূহানী ই'লাজ)

দরিদ্রতা থেকে মুক্তির দো'আ

يَا مَلِكُ

উচ্চারণঃ ইয়া-মালিকু।
অনুবাদঃ হে মালিক!
ফযীলতঃ যে গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তি প্রতিদিন ৯০ বার এটা পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ্ দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবে। (মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃষ্ঠা-২৪৬)

ধনী হওয়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।
অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।
ফযীলতঃ যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৩০০ বার ও (যে কোন) দুরূদ শরীফ ৩০০ বার পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন জায়গা থেকে রুযী দান করবেন যা তার কল্পনাতেও আসবে না। আর (প্রতিদিন পাঠ করলে) ইন্শাআল্লাহ্ এক বছরের মধ্যে ধনী ও সম্পদশালী হয়ে যাবে। (শামসুল মাআ'রিফিল কুবরা ওয়া তায়িফিল আওয়ারিফ, পৃষ্ঠা-৩৭)

নও মুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের সময় শিক্ষা দেয়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্বনী।
অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া করো আর আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো এবং আমাকে হালাল রুযী দান করো। (হিসনে হাসীন, পৃষ্ঠা-৯১)
ফযীলতঃ কুফরের জীবনে সংঘটিত কুফ্রী ও অন্যান্য গুনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষমার মাধ্যমে দয়ার উপর দয়া অর্জন করা এবং ইসলামের উপর সু-দৃঢ় থাকার দো'আ করা এবং ভবিষ্যতের ইবাদতগুলো ক্বুবূল হওয়ার জন্য হালাল রুযীর দো'আ করা উচিত আর এ দো'আ বারংবার পাঠ করা এবং সারা জীবন সকলের করা উচিতনোট ঃ এ দো'আ ওয়াহদিনী এর পর (ওয়া'আ-ফিনী অর্থাৎ

আমাকে নিরাপদে রাখো) সহকারে নামাযে দু'সাজদাহ এর মাঝখানেও পড়ার উল্লেখ রয়েছে। (আবূ দাউদ)

নেক্কার হওয়ার দো'আ

يَا خَبِيْرُ .

উচ্চারণঃ ইয়া-খবীরু
অনুবাদঃ হে সকল বিষয়ে জ্ঞাতা!
ফযীলতঃ নেককার হওয়া ও সুন্নাতে রসূলের অনুসারী হওয়ার জন্য সর্বদা পাঠ করতে থাকুন। (মাসাইলুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা-২৯০)

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলায়না– বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস্ সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ্।
অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! সেটাকে আমাদের উপর শান্তি ও নিরাপত্তা ও ইসলামের চাঁদ বানিয়ে আলোকিত করো। (হে চাঁদ!) আমার ও তোমার রব হচ্ছেন আল্লাহ্। (তিরমিযী, আল মুস্তাদ্রক, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৫)
নোটঃ চাঁদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতের চাঁদকে 'হিলাল' (নতুন চাঁদ) বলা হয়। এর পরের রাতগুলোর চাঁদকে 'ক্বমর' বলা হয়। পূর্ণিমার চাঁদকে বদর বলা হয়। এ দো'আ তিন রাত পর্যন্ত পাঠ করতে পারেন। (মিরক্বাতুল মাফাতিহ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৩)
ফযীলতঃ রসূলে মুকাররম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এ দো'আ পাঠ করতেন। তাই এ সুন্নাত আদায় করা 'আশিক উম্মতের উচিত।
মাসআলাঃ পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কিফায়া। তা হলোঃ শা'বান, রমাদ্বান, শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ (ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, কানূনে শরীয়ত)। (অর্থাৎ - কিছু মুসলমানের এই মাসগুলোর চাঁদ দেখা আবশ্যক! অন্যথায় সকলে গুনাহগার হবে। যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। যেমন - আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন ও মেঘলা থাকা ইত্যাদি)। নতুন চাঁদ দেখে ওইদিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা মাকরূহ যদিওবা অন্যদেরকে দেখানোর জন্য করে থাকে। (আলমগীরি, শিরাজিয়া, বযাযিয়া) (আঙ্গুলদ্বারা ইশারা না করে, ঐ গাছের পাশ দিয়ে, একটু উপরে ইত্যাদি বলা যেতে পারে)

নতুন পোশাক পরিধানের দো'আ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَآ اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ .

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী মা-উওয়ারী বিহী আ'ওরতী ওয়া আতাজাম্মাল বিহী ফী হায়া-তী।

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে ঐ কাপড় পরিধান করিয়েছেন। যার মাধ্যমে আমি আমার সতর ঢাকি আর এর মাধ্যমে আমি জীবনে সৌন্দর্য লাভ করছি। (তিরমিযী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ৩২৭)

ফযীলতঃ সতর ঢাকা ফরয আর এ জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা হওয়া আল্লাহর নি'মাত সমূহের একটি নি'মাত। তাই তাঁর প্রশংসা করা ঈমানের দাবি। এতে নি'মাত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আর এ প্রশংসার মাধ্যমে সুন্দর কিংবা দামি কাপড় পড়ে অহংকার করাকে প্রত্যাখান করা হলো যে, এটা তো আমার আল্লাহর দান; আমার এতে কোন যোগ্যতা নেই।

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গী, জুব্বা ইত্যাদি অহংকারের সাথে টাখনুর নিচে ঝুলানো হারাম এবং মহিলার জন্য টাখনু খোলা রেখে পর পুরুষের সম্মুখে যাওয়া হারাম। (ফিক্‌হ'র কিতাব সমূহ)

নেকী ছুটে গেলে, তা অর্জন করার দো'আ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ .

উচ্চারণঃ ফাসুবহা-নাল্লা-হি হীনা তুমসূনা ওয়া হীনা তুসবিহূনা ওয়ালাহুল হামদু ফিস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়া আ'শিয়্যাওঁ ওয়া হীনা তুযহিরূনা ইলা-কুওলিহী কাযা-লিকা তুখ্‌রাজূন।

অনুবাদঃ 'সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয়। এবং প্রশংসা তাঁরই আসমান সমূহ ও যমীনের মধ্যে আর দিনের কিছু অংশ বাকী থাকতে এবং যখন তোমাদের দুপুর হয়' হতে (আল্লাহর বাণী) 'এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। (আবূ দাউদ)

ফযীলতঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আ'ব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আ'নহুমা হতে

বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আ'লায়হি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ .... وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত (এ দো'আ) পড়ে নেবে, সে ওই দিনে যে নেকী তার থেকে ছুটে গেছে। তা পেয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এটা পড়ে নেবে। সে তার ওই রাতের বেলায় ছুটে যাওয়া নেকীগুলো পেয়ে যাবে। (আবূ দাউদ)

নোটঃ 'নেকী ছুটে যাওয়া' মানে নফল নেকীসমূহ ছুটে যাওয়া অথবা ফরয ইবাদতগুলোতে ত্রুটি থেকে যাওয়া। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌ এ আয়াত শরীফের বারাকাতে অনেক নফল ইবাদতের সাওয়াব দান করবেন। আর যদি দিনে ও রাতে ফরয ইবাদতগুলোতে কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, মহান আল্লাহ্‌ তার ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। (মিরআত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩)

পানি পান করার পূর্বাপর দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ফযীলতঃ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময় 'বিস্‌মিল্লা-হ্‌' পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা সুন্নাত। (তিরমিযী, খন্ড-২) তাই এর উপর আমল করা নূর নবীর নির্দেশ পালন যা উভয় জগতে সফলতার সোপান।

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

উচ্চারণঃ আল হামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন।

অনুবাদঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সকল জাহানের প্রতিপালক।

ফযীলতঃ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম পানি পান করার পর 'আলহামদুলিল্লা-হ্‌' পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা সুন্নাত। (তিরমিযী, খন্ড-২)

পণ্য ক্রয় করার সময় পড়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ফযীলতঃ পণ্য ক্রয় করার সময় পাঠ করলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ উত্তম বস্তু, আর তাও নিজের আকাঙ্খা বা ইচ্ছা অনুযায়ী লাভ করবে। (চিটিয়া ওর আঙ্কা সাঁপ)

পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثْ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ্‌।
অনুবাদঃ হে আল্লাহ্‌! আমি দুষ্ট পুরুষ জ্বীন ও নারী জ্বীনদের থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বোখারী, মুসলিম)
ফযীলতঃ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্‌ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া-আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জ্বীনদের চোখগুলো এবং লোকদের লজ্জাস্থানের মধ্যকার পর্দা হলো এ যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানায় যায়, তবে সে যেন বিসমিল্লা-হ্‌ বলে। (তিরমিযী) (বিসমিল্লা-হি আলা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ)
নোটঃ এ দো'আ শৌচাগারে (পায়খানায়) প্রবেশ করার পূর্বে পড়ে নেবে। কেননা, নাপাক স্থানে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া নিষিদ্ধ। আর বিবস্ত্র হওয়ার পরতো কথা বলাই নিষিদ্ধ। যেহেতু পায়খানায় দুষ্ট ও অপবিত্র জ্বীনেরা থাকে, সেহেতু এ দো'আ পড়া উচিত। (মিরআতুল মানাজীহ্‌, খন্ড-১)
মাসআলাঃ প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কথাবার্তা বলাও নিষিদ্ধ। (মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড-১)

পায়খানা থেকে বের হয়ে পড়ার দো'আ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ .

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লা-হিল্‌ লাযী আযহাবা আ'ন্নিল আযা- ওয়া 'আ-ফা-নী।
অনুবাদঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন ও আমাকে শান্তি দান করেছেন। (মুসনাদে ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-৭)
ফযীলতঃ হযরত আয়িশা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া-আ-লিহী ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগার হতে বের হতেন। তখন বলতেন, غُفْرَانَكَ .

(গোফ্‌র-নাক) অর্থাৎ- (হে আল্লাহ!) তোমার ক্ষমা (চাই)। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী) শৌচকর্ম সম্পন্ন করার পর ক্ষমাপ্রার্থনা করার দু'টি কারণ রয়েছেঃ এক. পায়খানা-প্রস্রাবের সময়টুকু আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে। কেননা, হুযূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া-আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এসময় ব্যতীত সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তাই "হে আল্লাহ্‌ ! আমার এ অপারগত কে ক্ষমা করো।"
দুই. ঠিকভাবে পায়খানা (প্রস্রাব) হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র বড় নি'মাত। এর শোক্‌রিয়া আদায় করতে রসনা অপারগ। "হে আল্লাহ্‌! আমার এ অপারগতাকে ক্ষমা করো।" স্মর্তব্য যে, হুযূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া-আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এর 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করা উম্মতের শিক্ষার জন্যই। (মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড-১)

পেটের ব্যথার দো'আ

لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ

উচ্চারণঃ লা- ফীহা- গওলুঁও ওয়ালা- হুম 'আনহা- ইউন্‌যাফূন।
অনুবাদঃ না তাতে নেশা থাকবে এবং না সেটার কারণে তাদের মাথা চক্কর দেবে। (সূরা স-ফ্‌ফা-ত, আয়াত-৪৭)
ফযীলতঃ এ আয়াত শরীফ তিনবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করিয়ে দিন, (বা পান করে নিন) বা লিখে পেটে বেঁধে দিন। (জান্নাতী যেওর)

পশু জবাই করার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আক্‌বার।
অনুবাদ ঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ।
ফযীলত ঃ পশু, পাখি অর্থাৎ হালাল প্রাণী জবাই করার সময় বিস্‌মিল্লা-হ্‌ পাঠ করা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম নেয়া) ওয়াজিব। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা হয়, তাহলে পশু মৃত বলে গণ্য হবে। যদি ভুলে না নেয়া হয়, তবে পশু হালাল হিসেবে গণ্য হবে। (বাহারে শরীয়ত)
অন্যকে দিয়ে জবাই করানোর সময় নিজেও ছুরির উপর হাত রেখে উভয়ে মিলে জবাই করলে, উভয়ের উপর বিস্‌মিল্লা-হ্‌ পাঠ করা ওয়াজিব। (এতটুকু

আওয়াজে পড়ুন যেন নিজ কানে শুনতে পান এ দু'জনের মধ্যে একজনও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লা-হ্ না পড়েন বা অন্যজন পড়ছে আমার পড়ার প্রয়োজন নেই এটা মনে করে পড়লেন না, তাহলে উভয় অবস্থায় পশু হালাল হবেনা। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯)

দোকান ইত্যাদি থেকে গোশত ক্রয় করলে জবাই করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কোন কোন দোকানে বিধর্মী কর্মচারী থাকে এবং কোন কোন মুসলিম কর্মচারী অলসতা করে ইচ্ছাকৃতভাবে তা পাঠ করেনা।

ফরজ নামাযের পর গুরুত্বপূর্ণ দো'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারী-কালাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহু-য়া 'আলা- কুল্লি শায়ইন ক্বদীর।

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী । (তিনি ইচ্ছা করেন)

ফযীলত ঃ ফরজ নামাযের (সুন্নাত, নফল থাকলে তা আদায় করার) পর ৩৩ বার সুবহা-নাল্লা-হ্, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লা-হ্, ৩৪ বার আল্লা-হু আকবার অতঃপর ১ বার উপরোক্ত দো'আ পাঠ করলে সেদিন পৃথিবীর কারো আমলই পাঠকারীর সমকক্ষ হবেনা কেবল সে ব্যক্তির ব্যতীত যে তার অনুরূপ আমল করেছে। (আল ওয়াযীফাতুল কারীমাহ্, পৃষ্ঠা-১৬)

বিত্‌রের নামাযের পর দো'আ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।

অনুবাদ ঃ ঘোষণা করছি পবিত্রতা মহা-পবিত্র সম্রাটের।

ফযীলত ঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ্

সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম বিতরের শেষে তিনবার এ যিক্‌রটি বলতেন, শেষ বারে লম্বা করে বলতেন। (নাসাঈ, আবূ দাউদ)

বদ নজর লাগলে পড়ার দো'আ

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ

উচ্চারণঃ ওয়াঈঁ ইয়াকা-দুল্লাযীনা কাফারূ কায়ুয লিক্বনাকা বিআবস-রিহিম লাম্মা- সামি'উয্ যিক্‌রা ওয়া ইয়াক্বূলূনা ইন্নাহূ লামাজনূন।

অনুবাদঃ এবং অবশ্য কাফিরদেরকে তো এমনই মনে হচ্ছে যেন তাদের কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনার পতন ঘটাবে যখন তারা ক্বোরআন শ্রবণ করে; এবং বলে, এটা অবশ্য বোধশক্তি থেকে অনেক দূরে। (সূরা ক্বালাম, আয়াত-৫১)

ফযীলতঃ এ আয়াতটি বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য পরশ পাথর (তুল্য) (তাফসীরে নূরুল ইরফান) হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হ বলেছেন, "যার প্রতি কু-দৃষ্টি লেগেছে তার উপর এ আয়াত পাঠ করে ফুঁক দেয়া যায়। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান

বদ হজমের সময় পড়ার দো'আ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

উচ্চারণ ঃ কুলূ ওয়াশ্‌রবূ হানী-আম্‌বিমা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ইন্না- কাযা-লিকা নাজযিল মুহসিনী-ন।

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ আহার করো ও পান করো তৃপ্ত হয়ে আপন কর্মসমূহের প্রতিদান। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি। (সূরা মুরসালা-ত, আয়াত: ৪৩, ৪৪)

ফযীলত ঃ যার বদ হজম হয়েছে, সে যদি এ দু'টি আয়াতে কারীমাহ্ পাঠ করে, নিজের হাতে ফুঁক দিয়ে তা তার পেটে বুলিয়ে নেয় এবং খানা ইত্যাদিতে ফুঁক দিয়ে তা পানাহার করে, তবে ইনশা-আল্লাহ্ বদ হজম দূরীভূত হয়ে যাবে। (হায়াতুল হায়ওয়ানিল কুবরা, খন্ড-১)

নোট ঃ পানাহারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সর্বদা পানাহারে লিপ্ত থাকলে পাকস্থলী খারাপ ও হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খানা খাওয়া সুন্নাত নয়। যখনই খাবেন পেটকে তিনভাগ করে একভাগে খানা, একভাগে পানি ও একভাগ বাতাস (বা খালী) রাখুন, খাওয়ার

পর দেড়, দু'ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমাতে যাবেন না। মাছ-গোস্ত কম ও শাক-সবজি এবং ফলমুল বেশী খাবেন। যথাসম্ভব প্রতিদিন এক ঘন্টা, অন্যথায় কমপক্ষে আধ ঘন্টা পায়ে হাঁটুন। রাতের খানা খাওয়ার পর কমপক্ষে ১৫০ কদম হাঁটুন। খাবার সময় ভালোভাবে জোরে টেনে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো চাটবেন। বদ হজমের ঐ সকল রোগ, যা ঔষধে সেরে জায়না, সেগুলো এ দো'আর বরকতে সেরে যাবে ইনশা-আল্লাহ্।

বরতন বা পানাহারের পাত্র ঢেকে রাখার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।
অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।
ফযীলত ঃ রাতে পানাহারের পাত্র 'বিসমিল্লা-হ্ শরীফ' পাঠ করে ঢেকে রাখুন। যদি ঢাকার জন্য কোন বস্তু না থাকে, তবে 'বিসমিল্লা-হ্ শরীফ' পাঠ করে সেগুলোর মুখে শলা ইত্যাদি রেখে দিন। (বোখারী শরীফ, খন্ড-৬)
বছরে একটি রাত এমন আসে, যে রাতে ওয়াবা (মহামারী) (যা বাতাস খারাপ হয়ে বিস্তার লাভ করে) অবতীর্ণ হয়। যে সব তৈজষপত্র ঢাকা থাকেনা অথবা মশক (পানির পাত্র) (জগ, কলসী ইত্যাদি)-এর মুখ বন্ধ না থাকে, যদি ওদিক দিয়ে ওই ওয়াবা অতিক্রম করে তখন তা এতে নেমে পড়ে। (মুসলিম শরীফ)

বজ্রধ্বনির শ্রবণের সময় পড়ার দো'আ

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ .

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাল্লাযী ইউসাব্বিহুর র'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন্ খী-ফাতিহ্।
অনুবাদ ঃ পবিত্রতা তাঁরই বজ্রধ্বনি যাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফিরিশতাগণও তা-ই করে তাঁর ভয়ে।
ফযীলত ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়র রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বজ্রধ্বনি শুনলে এ দো'আ পড়তেন। (বোখারী শরীফ, মুআত্তা-ই ইমাম মালিক)

বৃষ্টিপাতের দো'আ

(اَللّٰهُمَّ) صَيِّبًا نَّافِعًا .

উচ্চারণ ঃ (আল্লা-হুম্মা) সায়্যিবান্ না-ফিআ'–
অনুবাদ ঃ (হে আল্লাহ্!) কল্যাণময় প্রবল বৃষ্টিপাত করুন।
ফযীলত ঃ হযরত 'আয়িশা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আন্হা- বলেন, রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি দেখলে একথা বলতেন। (বোখারী শরীফ)

বিপদে সাহায্যের প্রয়োজনে পড়ার দো'আ

اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ আ'ঈ-নূ-নী ইয়া- 'ইবা-দাল্লা-হ্।
অনুবাদঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করুন।
ফযীলতঃ যখন কোন বিপদে সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন হাদীসে পাকের বর্ণনা অনুসারে এভাবে তিনবার ডাক দিন। (আল হিস্নুল হাসীন, পৃষ্ঠা-৮২)

বিধর্মীদের নিদর্শন বা কুফ্‌রের চিহ্ন দেখে পড়ার দো'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ اِلٰهًا وَّاحِدًا لَّانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ- লা-শারী-কালাহূ ইলা-হাওঁ ওয়া-হিদাল্ লা-না'বুদু ইল্লা- ইয়্যা-হ্
অনুবাদ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, আমরা তাঁর ব্যতীত কারো ইবাদত করিনা ।
ফযীলত ঃ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কুফ্‌রের কোন চিহ্ন (মন্দির, গীর্জা, বৌদ্ধ মন্দির ইত্যাদি) দেখে বা (পূজার ঘন্টা ইত্যাদির আওয়াজ) শুনে এই দো'আ পাঠ করবে, সে পৃথিবীতে যত মুশরিক নর-নারী রয়েছে তাদের সংখ্যা পরিমাণ নেকী লাভ করবে। (গুনিয়াতুত তালিবীন, মালফূযাতে আ'লা হযরত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৫)

বাস, রেল ও অন্যান্য গাড়ী এবং বাহনে আরোহণের পর পড়ার দো'আ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ . وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী সাখ্খরা লানা হা-যা- ওয়ামা-কুন্না- লাহূ মুক্বরিনী-ন। ওয়া ইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুনক্বলিবূন।

অনুবাদঃ পবিত্রতা তাঁরই যিনি এ যানকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিলো না; এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা যুখ্রুফ, আয়াত-১৩, ১৪)

ফযীলতঃ যে কেউ এ দো'আ পড়ে নেবে, সে যানবাহনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান) যে ব্যক্তি কোন জন্তুর (বর্তমানে যানবাহনের) উপর আরোহন করার সময় বিসমিল্লা-হ ও আলহামদুলিল্লা-হ পড়ে নেবে, তবে ঐ জন্তুর প্রতিটি কদমে ঐ আরোহীর জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে। (তাফসীরে নঈমী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২)

বাজারে প্রবেশের সময় পাঠ করার দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারী-কালাহূ লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমী-তু ওয়া হুয়া হায়্যুল্ লা-ইয়ামূইতু বিয়াদিহিল খয়্রু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শায়্যিন ক্বদী-র।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সকল প্রকার প্রশংসা; তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করবে না। তাঁরই ক্বুদরতের করায়ত্বে রয়েছে সকল কল্যাণ এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান (যা তিনি চান)।

ফযীলতঃ হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ হতে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে বাজারে এ দো'আ পাঠ করে নেয় লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, তার দশ লক্ষ পাপ মোচন করেন, তার জন্য দশলক্ষ মর্যাদার স্তর উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

সম্মানিত সূফীগণ বলেন, শয়তান বাজারেই তার ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা দেয়। সেখানেই তার পতাকার দন্ড গাড়ে (উড্ডীন করে)। সেখানেই শতকরা নব্বই ভাগ পাপ হয়ে থাকে। এ কারণে সেখানে উক্ত দো'আ পড়ে নেওয়া অতীব উত্তম। সম্মানিত দোকানদারগণ তো অবশ্যই পড়ে নেবেন। কারণ অধিকাংশ সময় তাদেরকে সেখানেই অতিবাহিত করতে হয়। বর্তমান সময়ে কাচারীগুলোর (বাংলো) অবস্থা বাজার অপেক্ষাও শোচনীয় হয়ে গেছে। সেখানেও এ দো'আ পড়ে নেবেন। (মিরআত হতে সংযুক্তি সহকারে, মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড-৪)

বাজারে যিকরে ইলাহীর ফযীলত

বাজারে প্রবেশের সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। (বাজারে প্রবেশের দো'আ পড়ে মুখে বা মনে মনে আল্লাহর যিক্র করতে থাকুন) যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহ্র যিক্র করে, তার জন্য তার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে ক্বিয়ামত দিবসে একটি করে নূর হবে। (শু'আবুল ঈমান, খন্ড-১)

বাজারে লাভ হওয়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খয়রা হা-যিহিস সূক্বি ওয়া খয়রা মা-ফীহা-ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা- ওয়া শার্‌রি মা- ফীহা- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন্ উসীবা ফীহা ইয়ামীনান্ ফা-জিরতান্ আও সফাক্বাতান খ -সিরাহ্।

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ বাজার এবং এখানে যা কিছু আছে এসবের মঙ্গল কামনা করছি আর এ বাজার এবং এখানে যা কিছু রয়েছে সেসবের অমঙ্গল থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি। হে আলাহ্! আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি মিথ্যা শপথের অপরাধ বা মন্দ ব্যবসা হতে। (মুসতাদ্‌রক লিল হাকীম, খন্ড-২)

ফযীলতঃ এ দো'আর বারাকাতে ইন্শাআল্লাহ্ বাজারে প্রচুর লাভ হবে। কোন ক্ষতি হবেনা। এ দো'আ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম পাঠ করেছেন। (জান্নাতী যেওর)

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে পড়ার দো'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লা- হিল্লাযী 'আ-ফা-নী- মিম্মাবতালা-কা বিহী ওয়া ফাদ্দ্বালানী 'আলা- কাছীরিম মিম্মান খলাক্বা তাফদ্বীলা- ।

অনুবাদঃ ওই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমাকে এ বিপদ হতে রক্ষা করেছেন, যাতে (হে বিপদগ্রস্থ) তোমাকে আক্রান্ত করেছেন। আর তিনি আমাকে অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (তিরমিযী, মিশকাত)

ফযীলতঃ বালা-মুসীবত চাই শারীরিক হোক, যেমন শ্বেত রোগ, অন্ধত্ব অথবা অন্য কোন রোগ কিংবা সম্পদ বিষয়ক হিক, যেমন-কর্জ, অভাব, রিযক্ব তথা আর্থিক অসচ্ছলতা ইত্যাদি; অথবা হোক ধর্মীয় যেমন কুফ্রী, ফাসিকী, যুল্ম ও বিদ'আত ইত্যাদি। মোটকথা প্রত্যেক মুসীবতের জন্য এ দো'আ পরশ পাথর তুল্য। (লুম'আত, মিরক্বাত)

এ দো'আ খুবই নিম্নস্বরে পড়বে যাতে মুসীবতগ্রস্থ লোকটি শুনতে না পায়। অন্যথায় সে চিন্তিত হয়ে পড়বে। (লুম'আত) কিন্তু ফাসিক ও ফাজির (গোপনে ও প্রকাশ্যে গোনায় লিপ্ত ব্যক্তি) তথা পাপাচারীকে শুনিয়ে এ দো'আ পড়বে, যাতে সে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পাপাচার হতে তাওবা করে ফিরে আসে। (মিরক্বাত) স্মর্তব্য যে, এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নিজের সুস্থতার কারণে করবে, তার বিপদের কারণে নয়। কেননা, অন্যের মুসীবতে খুশী হওয়া জঘন্য অপরাধ।

(মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড-৪)যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দো'আ পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ সে ঐ বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। সব ধরনের রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দো'আ পাঠ করতে পারবেন। কিন্তু তিন প্রকারের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে এ দো'আ পড়বেন না। যেহেতু বর্ণিত আছে, তিন প্রকারের রোগকে অপছন্দ মনে করো না।

(১) সর্দি-যেহেতু এ রোগের কারণে অনেক রোগের মুলোৎপাটন হয়।
(২) খোঁস-পাচড়া-তা দ্বারা শ্বেত বা কুষ্ঠ রোগসহ যাবতীয় চর্মরোগ বন্ধ হয়ে যায়।
(৩) চক্ষু উঠা-এ রোগ অন্ধত্বকে দূরীভূত করে। (মালফুযাতে আ'লা হযরত, খন্ড-১)

ব্যথা-বেদনার সময় পড়ার দো'আ

يَا غَنِىُّ

উচ্চারণঃ ইয়া গণিয়্যু

অনুবাদঃ হে ধনশালী!

ফযীলতঃ মেরুদন্ড, হাঁটু, শরীরের বিভিন্ন স্থানের জোড়া ইত্যাদি ও শরীরের যে কোন স্থানে ব্যথা হোক। চলাফেরা, উঠা-বসার সময় পড়তে থাকুন, ইনশাআল্লাহ ব্যথা চলে যাবে। (চালিস রূহানী ইলাজ)

বই (ইসলামী ও কল্যাণকর গ্রন্থ) পাঠের দো'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাফতাহ্ 'আলায়না-হিকমাতাকা ওয়ানশুর 'আলায়না-রহমাতাকা ইয়া- যালযালা-লি ওয়াল ইক্রাম।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রসারিত করো, হে চিরমহান ও চির মহিমান্বিত !

ফযীলতঃ এ দো'আ পাঠ করে পড়া শুরু করলে, যা কিছু পাঠ করবে, ইনশা-আল্লাহ স্মরণে থাকবে। (আল মুসতাতারাফ খন্ড-১)

বজ্রপাতের সময় পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লা-তাক্বতুলনা-বিগাদ্বাবিকা ওয়ালা-তুহলিকনা-বি'আযা-বিকা ওয়া 'আ-ফিনা- ক্বাব্‌লা যা-লিক।

অনুবাদঃহে আল্লাহ ! তুমি স্বীয় গযব দ্বারা আমাদেরকে মেরোনা আর তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করোনা এবং তা আসার পূর্বে আমাদের নিরাপত্তা দান করো। (আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত)

ফযীলতঃ ইনশা-আল্লাহ এর বরকতে এ বজ্রপাত যদি আযাব হয়ে আসে তবে তা থেকে রক্ষা পাবে। এ ছাড়া ওই সময় তা পাঠে হাদীসে পাকের উপর আমলও হবে এবং আল্লাহর তা'আলার যিক্‌রও আদায় হবে।

ভ্রমনে বা সফরে বের হওয়ার সময় পড়ার দো'আ

اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا يُضِيْعُ وَدَائِعَهٗ

উচ্চারণঃ আসতাওদি'উকাল্লা- হাল্‌লাযী লা-ইউদ্বীউ'ওয়া দা-ইআ'হ্।

অনুবাদঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছি যিনি আমানতসমূহ বিনষ্ট করেননা। (সুনানে ইবনে মাজাহ্, খন্ড-৩)

ফযীলতঃ সফরে বের হওয়ার সময় আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদ আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করা উচিত। ঘরের বাসিন্দাদের এ বলে সফর রওয়ানা হোন।

মুসলিম ও অমুসলিম একত্রে থাকলে পড়ার দো'আ

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-মু 'আলা- মানিত্‌তাবা'আল হুদা-

অনুবাদঃ নিরাপত্তা অর্জিত থেকে তাদের উপর যারা হিদায়তের অনুসরণ করেছে। (আলমগীরী, বাহারে শরীয়ত)

ফযীলতঃ মুসলমানদের সালাম দেয়া হয়ে গেলো। অমুসলিমদের প্রতি

সৌজন্যবোধ হিসেবে হিদায়তের দো'আ করা হলো। কারণ তাদেরকে আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম বলা নিষেধ।

মোসাফাহা বা করমর্দনেরর দো'আ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

উচ্চরণঃ ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা- ওয়ালাকুম।

অনুবাদঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকেও আপনাকে ক্ষমা করুন।

ফযীলতঃ মোসাফাহা করা সুন্নত। (বোখারী শরীফ)

হুযূর মোস্তফা সল্লাল্লাহ তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন, 'মুসলমান যখন আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং করমর্দন করে (উভয় হাত দিয়ে হাত মিলায়) তখন উভয়ের গুণাহ তেমনিভাবে ঝরে যায়, যেমনিভাবে সজোরে প্রবাহিত ঝড়ঝঞ্জার দিনে শুকনো গাছের পাতা ঝরে থাকে। তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তার গুনাহ সমুদ্র ফেনার সম সংখ্যক হয়। (ত্বারানী) হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎ করলো। একে অপরের হাত ধরে নিলো (অর্থাৎ হাত মিললো) তখন এটা আল্লাহ তা'আলা তার বদান্যতার দায়িত্বে অপরিহার্য করে নিলেন যে, তাদের দো'আকে হাযির করে দেবেন (অর্থাৎ ক্বুবূল করে নেবেন)। আর উভয়ের হাত পরস্পর পৃথক হতেই তাদের মাগফিরাত হয়ে যাবে। (সংকলিত- মুসনাদে ইমাম আহমদ)

মোরগের ডাক শুনে পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুমা ইন্নী আসআলকা মিন ফাদ্বলিক।

অনুবাদঃ হে আলাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (বোখারী শরীফ, খন্ড-২)

ফযীলতঃ মোরগ রহমতের ফিরিশতা দেখে বলে উঠে। ওই সময়ের দো'আয় ফিরিশতা আ-মীন (হে আল্লাহ্! দো'আ ক্বুবূল করুন) বলার আশা করা যায়। (মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড-৪)

মসজিদ দেখে পড়ার দো'আ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ আস্‌সলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলায়কা ইয়া- রসূলাল্লা-হ্ ওয়া 'আলা -আ-লিকা ওয়া আসহা- বিকা ইয়া- হাবীবাল্লা-হ্

অনুবাদঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক এবং আপনার বংশধরদের প্রতি এবং সাহাবীদের প্রতি, হে আল্লাহর হাবীব! (জযবুল কুলূব, আল কৃওলুলবদী')

ফযীলতঃ বুযুর্গরা বলেন, মসজিদ দেখে এ দো'আ পাঠ করলে ঐ মসজিদে যত মুসল্লী ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত করবে তার সমপরিমাণ সাওয়াব তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

মসজিদে প্রবেশ করার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ওয়াস্‌সালা- মু 'আলা- রসূলিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ফ্‌তাহ্‌লী আবওয়া- বা রহমাতিক।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ এবং সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ), হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। (মুসলিম, মিশকাত)

ফযীলতঃ মুসলমান মসজিদে শুধু ইবাদতের জন্য আসে। সুতারাং আসার সময় রহমত চাইতে থাকবে। (সংকলিত মিরক্বাত ইত্যাদি) আল্লাহর রহমত নামাযীকে পরিবেষ্টন করে নেবে ইনশাআল্লাহ।

মাসআলা : (নামাযী) নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ব্যতীত অন্য কোন কারণে মসজিদে বসে না, সে যেন (তখন) নামাযের মধ্যেই থাকে এ কারণে আঙ্গুল গুলো মটকানো নিষিদ্ধ। (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড)

মাদানী মুস্তফা সল্লালাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া আ- লিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : যদি মসজিদের নিয়্যতে কেউ (ঘর ইত্যাদি থেকে) বের হয়, সে যেন তাশবীক অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ না

করায়, নিশ্চয় সেটা নামাযের (হুক্‌মের) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড) (সুতরাং) নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ও নামাযের অপেক্ষাকালীন সময়েও এ দু'টি বিষয় অর্থাৎ আঙ্গুল মটকানো ও তাশবীক করা মাকরূহে তাহরীমী। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ্, পৃষ্ঠা-৩৪৬) উল্লেখ্য যে, নামায আদায়কালীন সময়েও আঙ্গুল মটকানো মাকরূহে তাহরীমী। নামাযের বাইরে (অন্য সময়) বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল মটকানো মাকরূহে তানযিহী এবং প্রয়োজন বশত, যেমন আঙ্গুল গুলোকে আরাম দেয়ার জন্য মটকানো মুবাহ্ (জায়েয অর্থাৎ মাকরূহ নয়) (রদ্দুল মুহতার সহকারে দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪০৯)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা- রসূলিল্লা-হিআল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্বলিক।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ এবং সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী, আহমদ, ইবনে মাজাহ)

ফযীলতঃ (নামাযী নামায শেষ করে) বেশীরভাগ সময় জীবিকার তালাশে মসজিদ থেকে বের হয়। সুতরাং যাবার সময় অনুগ্রহ চাইতে থাকবে। (মিরক্বাত ইত্যাদি) আল্লাহর অনুগ্রহে নামাযীর জন্য হালাল রুযীর ব্যবস্থা হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্।

মজলিস শেষে পড়ার দো'আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

উচ্চারণঃ সুবহানাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামাদিকা লা-ইলা-হা-ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়ক্।

অনুবাদঃ তোমারই সত্ত্বা পবিত্রতম হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই নিকট তাওবা করছি। (আবূ দাউদ, খন্ড-৪)

ফযীলতঃ মজলিস শেষে এ দো'আটি তিনবার পড়ে নিন। তাহলে পাঠকারীর গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি কোন ভালো মজলিসে ও যিক্‌রের মসলিসে পড়ে তাহলে তার জন্য কল্যাণের সীলমোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। (আবূ দাউদ, খন্ড-৪)

নোটঃ এ দো'আ ওযূর পর পাঠ করবে, তখন এর উপরে মোহর লাগিয়ে 'আরশের নীচে রেখে দেওয়া হয় এবং ক্বিয়ামতের দিন এটা পাঠকারীকে দিয়ে দেওয়া হবে। (শু'আবুল ঈমান, খন্ড-৩)

মেঘ চলাচলের সময় দো'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন।

অনুবাদঃ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি সমস্ত জাতের রব। (মিশকাত)

ফযীলতঃ মেঘ রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবে। বৃষ্টির পানিতে আমাদের ক্ষেত সেচন হবে। আমাদের হালাল রুযীর ব্যবস্থা হবে। তাই এ নিমা'ত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা একান্ত কতব্য।

মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাব সহজ হওয়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ عَلٰى سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সাব্বিত 'আলা- সুওয়ালি মুনকারিওঁ ওয়া নাকীর।

অনুবাদঃ ইলাহী! তুমি অটল রাখো আমাকে মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসার সময়। (হাদীসে পাক থেকে সংকলিত, আবূ দাউদ)

ফযীলতঃ মুনাজাতে এবং অন্যান্য সময় ক্ষণে ক্ষণে এ দো'আ পড়তে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ কবরের প্রশ্নে আল্লাহর সাহায্য সাথে থাকবে।

যমযম শরীফের পানি পান করার করার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আসআলুকা 'ইলমান নাফি'আওঁ ওয়ারিযক্বাওঁ

ওয়া-সি'আওঁ ওয়া শিফাআম মিন কুল্লি দা-ইন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত বিযক্ব ও সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।

ফযীলতঃ শাফী'উল মুযনিবীন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে কাজের জন্য পান করা হবে ফলপ্রসু হবে, আপনারা তা পান করার সময় রোগমুক্তির কামনা করুন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আরোগ্য দান করবেন। আর যদি আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আশ্রয় দান করেন। (মুসতাদরাক লিলহাকিম খন্ড-২)

তিন ধরনের পানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন (১) যমযম শরীফের পানি (২) ওযুর অবশিষ্ট পানি এবং (৩) বুযর্গদের উচ্ছিষ্ট পানি। বাকী সব ধরনের পানি বসে বসে পান করা হবে। (মিরআত শরহে মিশকাত) যমযম শরীফের পানি দাঁড়িয়ে পান করার সুন্নাত। (বোখারী শরীফ) এবং কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নিন। আর সাধারণ পানি বসে পান করা সুন্নাত। এবং অন্যান্য পানীয় বসে পান করবেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। আর যে ভুলে যায় তার বমি করে দেয়া উচিত। (মুসলিম শরীফ)

রোগীর সেবার দো'আ

لَابَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

উচ্চারণঃ লা- বা'সা তুহুরুন ইন্‌শাআল্লা-হ্।

অনুবাদঃ কোন সমস্যা নেই। ইনশাআল্লাহ্ এ রোগ গুনাহ হতে পবিত্রকারী। (বোখারী শরীফ, খন্ড-২)

ফযীলতঃ রোগীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।

রসূলে রহমাত সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম'র একটা পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, তিনি যখন কোন রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য যেতেন তখন এটা বলতেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আন্‌হু থেকে বর্ণিত শাহে দু'আলম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (হযরত) মূসা 'আলায়হিস্‌সালাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন,

রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার কি প্রতিদান রয়েছে? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, (তার মৃত্যুর পর) তার জন্য দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেওয়া হবে, যারা কবরে প্রতিদিন তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে থাকবে, এমনকি ক্বিয়ামত এসে যাবে। (আল ফিরদাউস বিমাসুবিল খাত্তাব, খন্ড-৩)

রোগীর আরোগ্য লাভের দো'আ

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

উচ্চারণঃ আস্আলুল্লা-হাল 'আযীমা রব্বাল 'আরশিল 'আযীমি আইঁইয়াশফিয়াক।
অনুবাদঃ আমি মহান সম্মানিত 'আরশে 'আযীমে'র মালিক আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার আরোগ্য দানের জন্য প্রার্থনা করছি। (আবূ দাউদ, খন্ড-৩)
ফযীলতঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, মিরাজের দুলহা সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমন রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলো যার মৃত্যুর সময় সন্নিকটে আসেনি। আর সে ৭ বার এ বাক্যটি বলে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ রোগ থেকে আরোগ্য দান করবেন। (আবূ দাউদ, খন্ড-৩)
নোটঃ যদি জানা থাকে যে, সমবেদনা প্রকাশ করতে গেলে তিনি বোঝা মনে করবেন, এমতাবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করতে যাবেন না। তার নিকট এমন আলাপ করবেন যাতে তার মনে ভালো লাগে। তার অবস্থা খারাপ দেখলে তা তার নিকট প্রকাশ করবে না।
উল্লেখ্য যে, ফাসিক্ব (পাপী ব্যক্তি) এর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করাও জায়িয। কেননা, সমবেদনা প্রকাশ করা ইসলামের হক্বসমূহের মধ্যে অন্যতম আর ফাসিক্বও মুসলমান। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৩)।

রোগাক্রান্ত অবস্থায় শাহাদাত/ ক্ষমা লাভের জন্য দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ য-লিমীন।

অনুবাদঃ কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত; পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৭, মুসতাদ্‌রক, হিসনে হাসীন-১১৫)
ফযীলতঃ যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় (এ আয়াত শরীফ) ৪০ বার পাঠ করবে, সে যদি ওই রোগে মৃত্যুবরণ করে, তবে শহীদ আর যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১)

রাগের সময় পড়ার দো'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম।
অনুবাদঃ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
ফযীলতঃ রাগ আসলে এটা পড়তে থাকুন। এতে রাগ সংবরণ হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কারো রাগ আসে, তখন সে যেন ওযূ করে নেয়। (মিশকাত) অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কারো রাগ আসে তখন যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তবে বসে পড়বে। এতে যদি রাগ চলে যায় তবে উত্তম, নতুবা সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। (মিশকাত)। রসূলে পাক সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নিজের রাগ সংবরণ করে, আল্লাহ তার থেকে স্বীয় আযাব প্রত্যাহার করেন। (তাশকীলে ক্বিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা-১১৬, গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব, পৃষ্ঠা-৪৭২)
তিনি আরো ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তি শক্তিশালী বীর নয়, যে মানুষকে আছাড় দেয়, বরং ওই ব্যক্তি প্রকৃত শক্তিশালী বীর, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম হয়। (মিশকাত শরীফ)

রজব মাসের দো'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা-ফী রজাবা ওয়া শা'বা-না ওয়া বাল্লিগনা-

রমাদ্বা-ন।
অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বরকত নাযিল করো এবং আমাদেরকে রমযান মাসে পদার্পণ করাও।
ফযিলত ঃ হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ্ এর বর্ণনা মতে, রজব মাসের চাঁদ দর্শন করে নবী করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম দু'হাত মোবারক তুলে এ দো'আ করতেন। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব, পৃষ্ঠা-৩৮৯)

লাইলাতুল ক্বদর পাওয়ার দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হালীমুল কারীমু সুবহা-নাল্লা-হি রব্বিস্ সামা -ওয়াতিস্ সাব'ই ওয়া রব্বিল 'আরশিল 'আযীম।
অনুবাদঃ সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আলাহ পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও 'আরশে 'আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।
ফযীলতঃ যে ব্যক্তি রাতে এ দো'আ তিনবার পড়ে নেবে সে যেনো শবে ক্বদর পেয়ে গেছে। (গরাইবুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা-৮১৫, তারিখে ইবনে আসাকীর)

শয়তান থেকে বাঁচার দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-ল্লাহু ওয়াহাদাহূ লা- শারীকালাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শায়্যিন ক্বদীর।
অনুবাদঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সকল প্রকার প্রশংসা, এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (যা তিনি চান)
ফযীলতঃ হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবীগণের সরদার সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ দো'আ দৈনিক একশতবার পড়বে তার আমল ১০ জন গোলাম আযাদ করার সমান হবে। তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হবে ও তার একশত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর এ দো'আা তাকে সেদিনের সন্ধ্যা

পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখবে। (বোখারী শরীফ, খন্ড-২)
নোটঃ যে ব্যক্তি সকালে এ দো'আ একবার পাঠ করে নেয়, তবে সে হযরত ইসমাঈল 'আলায়হিস্ সালাম'র বংশের একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে। (মিরআত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩)

শা'বান মাসের দো'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা- না'বুদু ইল্লা- ইয়্যাহু মুখ্লিসীনা লাহুদ্দী-না ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।
অনুবাদঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমরা তাঁর ব্যতীত কারো ইবাদত করিনা। আমরা তাঁর দ্বীনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান, যদিও কাফিরদের অপছন্দ হয়।
ফযীলতঃ তাওরীত শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে কোন (ঈমানদার) ব্যক্তি মহান শা'বান মাসে (এটা) পাঠ করে মহান আল্লাহ্ তার জন্য হাজার বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, তার হাজার বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন, এবং সে যখন তার কবর থেকে উঠবে তখন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। সর্বোপরি, সে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক্ব' হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। (নুযহাতুল মাজালিস)
নোট ঃ সারা মাস পড়তে থাকুন।

শিশু কথা বলা শুরু করলে তখন শেখানোর দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ(مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ)

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা-হ
অনুবাদঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (হযরত) মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল। (হিসনে হাসীন, পৃষ্ঠা-৭৫)
ফযীলতঃ হযরত ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত,

হুযূর পুরনূর সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''আপন শিশুদের মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্' বলাও।"

(শু'আবুল ঈমান, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৭

শোকার্তের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের দো'আ

اِنَّ لِلّٰهِ مَآ اَخَذَ وَلِلّٰهِ مَآ اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبْ

উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লা-হি মা- আখযা ওয়ালিল্লা-হি মা- আ'ত্বা- ওয়াকুল্লুন 'ইনদাহূ বিআজালিম্ মুসাম্মান ফাল তাসবির ওয়াল তাহ্তাসিব। (বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ)

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলারই, যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন এবং যা কিছু তিনি দিয়েছেন, আর তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর সময় নির্ধারিত রয়েছে। অতএব তোমার ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং সাওয়াবের আশা করা উচিত।

ফযীলতঃ কারো নিকটাত্মীয় মৃত্যুবরণ করলে তাকে তিনদিন পর্যন্ত শোক জ্ঞাপন করা বৈধ, এর চেয়ে বেশী নয়। (ফিক্বহ'র গ্রন্থ সমূহ) তখন এ দো'আ পড়া উচিত। এটাই উত্তম এবং সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম।

সাহ্রীর অমূল্য উপহার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْقَائِمُ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হুল হাইয়্যুল ক্বায়্যূমুল ক্বা-ইমু 'আলা- কুল্লি নাফ্সিম্ বিমা কাসাবাত।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, প্রত্যেকের উপর বর্তাবে যা সে উপার্জন করেছে।

ফযীলতঃ যে ব্যক্তি এ দো'আ সাহ্রীর সময় ৭ বার পড়বে, সে আকাশের প্রতিটি তারকার পরিবর্তে হাজার নেকী পাবে, তার হাজার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং ততসংখ্যক তার মর্যাদা উন্নীত করা হবে।

সুরমা লাগানোর দো'আ

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী বিস্সাম্'ই ওয়ালবাসার।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আমাকে কল্যাণ দান করো।

ফযীলতঃ এ দো'আর পূর্বে বিস্মিল্লা-হ শরীফ পড়ে নেবেন। হযরত ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আন্হ বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম শয়নের পূর্বে প্রতিটি চোখ মুবারকে তিন শলা 'ইসমাদ' সুরমা লাগাতেন। (তিরমিযী শরীফ)

নোটঃ কথিত আছে, 'ইসমাদ' সুরমা ইস্ফাহানে পাওয়া যায়। সম্মানিত 'আলিমগণ বলেন, এর রং কালো হয়, পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে পয়দা হয়। মোটকথা, 'ইসমাদ সুরমা' পাওয়া গেলে সেটাই উত্তম; অন্যথায় যে কোন প্রকারের সুরমা ব্যবহার করলে সুন্নাতের অনুসরণ হয়ে যাবে।

ইবনে মাজাহ্ শরীফের বর্ণনায় এসেছে, ''সমস্ত সুরমার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সুরমা হচ্ছে-'ইসমাদ'; কারণ, এটা দৃষ্টিকে আলোকিত করে ও পলক জন্মায়"

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে রক্ষার দো'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা- তিল্লা-হিত্ তা- ম্মা-তি মিন শার্রি মা-খলাক্ব।

অনুবাদঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, সকল সৃষ্টির অনিষ্টি হতে (মুসলিম শরীফ)

ফযলীতঃ এ দো'আ সর্বদা পড়াও উপকারী। আর সকালে ৩ বার পড়ে নিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিষাক্ত বস্তুগুলোর অনিষ্ট হতে নিরাপদ হওয়া যায়। আর সন্ধ্যায় ৩ বার পড়ে নিলে পরের দিনের সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকা যায়। (মিরসাত খন্ড-৪)

সর্দি, উম্মাদনা, কুষ্ঠ ও এবং অন্ধত্ব থেকে রক্ষার দো'আ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ সুবাহা-নাল্লা-হিল 'আযীমি ওয়া বিহামদিহ্।

অনুবাদঃ মহান আল্লাহর পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে।

ফযীলতঃ এ দো'আ সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার পাঠ করলে সর্দি, উম্মাদনা, কুষ্ঠ এবং অন্ধত্ব হতে রক্ষা পাবে। (আল-ওয়াযীফাতুল কারীমা পৃষ্ঠা-১৫)

৭০টি বিপদ ও রোগ থেকে মুক্তির দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল আ'লিয়্যিল 'আযীম।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় এবং আল্লাহ ব্যতীত না আছে শক্তি, না সামর্থ্য, যিনি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

ফযলীতঃ এ দো'আ পাঠকারীর সকল কাজ-কর্ম সম্পন্ন হবে, শয়তান হতে নিরাপদ থাকবে। আল ওয়াযীফাতুল কারীমাহ-তে এটাকে সকালের আমল হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু সংখ্যা লেখা হয়নি। অতএব একবার পড়ে নিন, তাতে অসুবিধা নেই। তবে মাদারিজুন্ নুবূয়াত-এ সময় নির্ধারণ ব্যতীত একটি বর্ণনা হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি এ দো'আ ১০ বার পাঠ করবে, সে গুনাহ হতে এরূপ পবিত্র হয়ে যাবে, যেরূপ জন্মের সময় ছিলো এবং তাকে দুনিয়ার ৭০টি বিপদ হতে মুক্ত করে দেয়া হয়। যেমন-উম্মাদনা, সর্দি, কুষ্ঠ এবং বায়ু নির্গত হওয়া (রোগ) ইত্যাদি (মাদারিজুননুবুয়্যাত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৬)

(এটা পাঠকারীর ইচ্ছা যে, প্রত্যেহ সকালে ১ বার পাঠ করুক অথবা দিনের যে কোন সময় ১০ বার পাঠ করুক।)

সন্তান-সন্ততি, জান-মাল রক্ষার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَا لِىْ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি 'আলা- দ্বীনী বিসমিল্লা-হি 'আলা- নাফ্সী ওয়া উল্দী ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লী।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নামের বারাকাতে আমার দ্বীন, জান, সন্তান ও পরিবার এবং সম্পদ নিরাপদ থাকুক।

ফযীলতঃ এ দো'আ ৩ বার পাঠকারীর দ্বীন, ঈমান, জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি সবকিছু নিরাপদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। (আল ওয়াযীফাতুল কারীমাহ, পৃষ্ঠা-৮)

সাগরের ফেনা পরিমাণ গুনাহ মাফের দো'আ

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ .

উচ্চারণ ঃ আসতাগফিরুল্লা-হাল্ লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হায়্যুল কুয়্যূমু ওয়া আতূবু ইলায়হ্।

অনুবাদ ঃ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবিত, চিরস্থায়ী এবং তাঁর দরবারে তাওবা করছি। (তিরমিযী)

ফযীলতঃ ফরজ নামাযের পর (সুন্নাত, নফল পড়ার পর) ৩ বার পাঠ করলে সাগরের ফেনার মতো অগণিত গুনাহও ক্ষমা করা হবে। (আল্ ওয়াযীফাতুল কারীমাহ)

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দো'আ

يَاقَوِىُّ

উচ্চারণঃ ইয়া- কৃভিয়্যু

অনুবাদঃ হে শক্তিময়!

ফযীলতঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মাথার উপর হাত রেখে ১১ বার পাঠ করুন। (জান্নাতী যেওর)

স্ত্রী সহবাসের বা মিলনের দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়ত্ব-না ওয়া জান্নিবিশ্ শায়ত্ব-না মা-রযাক্বতানা-।

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখো এবং শয়তানকে ওই শিশু হতে দূরে রাখো, যাকে তুমি আমাকে দেবে।

ফযীলত ঃ এ দো'আ সতর খোলার আগেই পড়ে নেবে এবং বৈধ সহবাসের পূর্বে পড়বে। অবৈধ সহবাসে পড়া গুরুতর অপরাধ। বিসমিল্লাহ্ দ্বারা পূর্ণ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পাঠই উদ্দেশ্য। সহবাসেও শয়তান শরীক হয়ে গেলে সন্তান অনুপযুক্ত ও জ্বিনের প্রভাবজনিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর যেমনিভাবে বিসমিল্লা-হ্'র বারাকাতে সহবাসে শয়তান অংশীদার হতে পারে না, তেমনি এ কারণে (অর্থাৎ বিসমিল্লা-হ পাঠ করলে) শিশু সৎ ও নেক্কার হয়। আর জ্বীন-ভূতের প্রভাব ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্র অনুগ্রহে রক্ষাও পেয়ে যায়। উত্তম হচ্ছে– স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ দো'আ পড়ে নেবে। (মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড- ৪)

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট (সহবাসের জন্য) যাবার সময় 'বিসমিল্লা-হ্' পড়ে নেয়, তাতে শয়তান শরীক থাকবে না। আর যদি ওই সঙ্গমে স্ত্রী গর্ভধারণ করে তবে ওই গর্ভের সন্তান তার জীবনে যত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবে, সেই পরিমাণ তার পিতার আমলনামায় নেকী লিখে দেয়া হবে। (তাফসীরে নাঈমী) আর 'নুযহাতুল মাজালিস' গ্রন্থে এতটুকু বেশী লেখা হয়েছে যে, ওই সন্তানের থেকে যতদিন আরো সন্তানের পরম্পরা জারী থাকবে, প্রত্যেকের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তে সেও একেকটি নেকী পেতে থাকবে।

হাসতে দেখে পড়ার দো'আ

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

উচ্চারণঃ আদ্বহাকাল্লা-হু সিন্নাক।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ আপনাকে হাসি-খুশী রাখুন। (বোখারী শরীফ, খন্ড-২)

ফযীলতঃ কোন মুসলমানকে মুচকি হাসতে দেখলে এ দো'আ পাঠ করা উচিত; তবে অট্টহাসি দিতে দেখলে পড়বেন না। নবী কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আর অট্টহাসি শয়তানের পক্ষ থেকে, মুচকি হাসি আল্লাহর পক্ষ থেকে" (আল মু'জামুস সগীর লিতত্বরানী খন্ড-২) হাসিমুখে সাক্ষাত করা উন্নত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। নূরনবী সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যদি সম্পদ দিয়ে কাউকে খুশী করতে না পারো, তবে হাসিমুখ ও চরিত্র সৌন্দর্যের মাধ্যমে মানুষকে খুশী করে নাও। অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানকে খুশী করা ষাট বছর যাবৎ নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। (মাওয়া'ইযে আস্ফূরিয়া) সুতরাং আল্লাহ-আপনাকে হাসি-খুশী রাখুন একথা যখন কোন মুসলমান শুনবেন, আশা করি তিনি খুশী হবেন এতে এ ফযীলতগুলো অর্জিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

হাঁচি দাতার পড়ার দো'আ

[১] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ [২] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [৩] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

উচ্চারণঃ (১) আলহামদুলিল্লা-হ্ । (বোখারী)

(২) আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

(৩) আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীনা 'আল্য- কুল্লি হাল- (ইবনে আবী শায়বাহ)

অনুবাদঃ (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

(২) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর (কানযুল ঈমানের অনুবাদ)

(৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর; সর্বাবস্থায়।

* হাঁচির জবাবে কেউ ইয়ার হামুকাল্লা-হ বললে, হাঁচি দাতা বলবে

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

উচ্চারণঃ ইয়াগ্ফিরুল্লা-হু লানা- ওয়ালাকুম

অর্থাৎ- আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

* হাঁচিদাতা যদি ২ নং দো'আটি পড়ে তবে তার থেকে সত্তরটা রোগ দুরীভূত হয়ে যাবে। (উসওয়ারে হাসানাহ)

* হাঁচিদাতা যদি ৩ নং দো'আটি পড়ে তবে সে তার কান ও চিবুকগুলোর ব্যথা থেকে নিরাপদ থাকে। (হিসনে হাসীন)

ফযীলতঃ হামদ কখনো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ; যেমন -হাঁচি আসার পর। (তাহ্তাভী শরীফ; খাযাইনুল ইরফান)

আর সুন্নাতে মুআক্কদাহ বর্জন করা গুনাহ, তবে সর্দিজনিত হাঁচি হলে মাফ। (তিরমিযী শরীফ থেকে সংকলিত)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, সরকারে মক্কায়ে মুকাররমাহ, সরদারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কারো হাঁচি আসে, আর সে আলহামদুলিল্লা-হ বলে, তবে ফেরেশতারা বলে রব্বিল 'আলামীন। আর যদি আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন বলে, তবে ফিরিশতারা বলে, ইয়ারহামুকাল্লা-হ। অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন। (ত্বরানী)

হাঁচির জবাবে পড়ার দো'আ

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

উচ্চারণঃ ইয়ারহামুকাল্লা-হ।

অনুবাদঃ আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন! (বোখারী)

ফযীলতঃ হাঁচিদাতার হাম্‌দ শ্রবণ করলে শ্রোতার উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবেই ইয়ারহামুকাল্লা-হ বলা। আর এতটুকু উচ্চস্বরে বলবে যেন হাঁচিদাতা নিজে শুনতে পায়। জবাব দিতে যদি দেরী করে তবে গুনাহ্‌গার হবে। তখন শুধু জবাব দিলে গুনাহ মাফ হবে না। তাওবাও করতে হবে। (বাহারে শরীয়ত) হাঁচির জবাব একবার দেয়া ওয়াজিব। দ্বিতীয় বার যদি হাঁচি আসে আর সেও যদি আলহামদুলিল্লা-হ্‌ বলে, তবে দ্বিতীয় বার জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী)
কেউ না থাকলে, তখন নিজে হাম্‌দ বলার পর বলবেন

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِيْ

উচ্চারণঃ ইয়াগফিরুল্লা-হু লী।
অনুবাদঃ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন। (মিরক্বাত)
নোটঃ হাঁচির আওয়াজ শুনতেই হাঁচিদাতা এখনো 'হাম্‌দ' বলেনি, শ্রোতা 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে ফেললো, তবে এক বরকতময় হাদীস অনুসারে ওই ব্যক্তি দাঁত ও কানের ব্যথা, অনুরূপভাবে বদহজমী থেকে নিরাপদ থাকবে। অপর এক হাদীস শরীফে এসেছে যে, সে কোমরের ব্যথা থেকে নিরাপদ থাকবে। (রদ্দুল মুহতার)

হাই আসলে পড়ার দো'আ

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযীম।
অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত না আছে শক্তি (গুনাহ থেকে বাঁচার), না আছে সামর্থ্য (নেকী করার), তবে আল্লাহর সাহায্যক্রমে, যিনি মহান ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। (বোখারী, খন্ড-২ হতে সংকলিত)
ফযীলতঃ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যখন সে 'হা' বলে তখন শয়তান হাসে। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আন্‌হ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ হাই তোলে, তখন তার উচিত হচ্ছে নিজের হাত আপন মুখে রেখে দেয়া। কারণ,

তখন মুখে শয়তান ঢুকে পড়ে। (মুসলিম শরীফ)
নোটঃ নামাযে হাই আসলে মুখ বন্ধ করে রাখা মুস্তাহাব। আর না থামলে (নামাযে থাকা কিংবা নামাযের বাইরে) উপরের দাঁতগুলো দিয়ে নিচের ওষ্ঠকে চেপে রাখুন। এতেও যদি না থামে, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পিঠ এবং দাঁড়ানো ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ (নামাযের বাইরেও) দিয়ে মুখ চেপে রাখুন। এছাড়া হাই থামানোর আরেক পদ্ধতি হচ্ছে, এ কল্পনা করা যে, তাজদারে মদীনা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণ 'আলায়হিমুস্‌ সলা-তু ওয়াস্‌ সালাম -এর কখনো হাই আসতোনা। ইনশা-আল্লাহ তৎক্ষনাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খন্ড-২)

হারানো জিনিস পাওয়ার দো'আ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ
وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا اِلَّا اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهٗ خَيْرًا مِّنْهَا.

উচ্চারণ ঃ ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জিউ'ন আল্লা-হুম্মা জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখ্‌লিফলী খয়রাম্‌ মিনহা- ইল্লা- আখ্‌লাফাল্লা-হু লাহূ খয়রাম্‌ মিনহা-।
অনুবাদ ঃ আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ্‌! আমাকে আমার মুসীবতে প্রতিদান দাও এবং সেটার উত্তম প্রতিদান দাও।
ফযীলত ঃ এ আমল অত্যন্ত পরীক্ষিত। এটা মৃত ব্যক্তি (মৃত্যুর সংবাদ শুনে) এবং হারানো জিনিস- সব ক্ষতির জন্য পড়া যায়; কিন্তু যে হারানো জিনিস পাওয়ার আশা থাকে, তজ্জন্য (র-জিউ'ন) পর্যন্ত পড়বে এবং যা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, সেটার জন্য পূর্ণ দো'আ পাঠ করবে; কিন্তু আবশ্যক হচ্ছে মুখে এ শব্দগুলো থাকবে এবং অন্তরে থাকবে ধৈর্য। (মিরক্বাত, মিরআত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪২)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারী- কা লাহূ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্‌।

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই কোন অবলম্বন নেই, কোন ক্ষমতা নেই আল্লাহ্‌র (সাহায্য) ছাড়া।

ফযীলত ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্‌ বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বান্দা এ বাক্যগুলো বলে তখন আল্লাহ্‌ তার ডাকে সাড়া দেন এবং যদি কেউ অসুস্থ অবস্থায় এ বাক্যগুলো বলে এরপর সে মৃত্যুবরণ করে তবে আগুন (দোযখ) তাকে স্পর্শ করবে না। (তিরমিযী)

মুখে তোৎলামীর দো'আ

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য বক্ষ প্রশস্থ করে দাও। আমার জন্য আমার কাজ সহজ করে দাও। আর আমার মুখের গিট খুলে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

(পারা: ১৬, সূরা: ত্বা-হা, আয়াত: ২৫ থেকে ২৮)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার উপর ঈমান রাখি। আর তোমার উপর ভরসা রাখি এবং তোমার খুবই উত্তম প্রশংসা করি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা এবং আলাদা রাখি ও প্রত্যাখ্যান করি ঐ ব্যক্তিকে, যে তোমার নির্দেশ অমান্য করে। হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই জন্য নামায পড়ি, সিজদা করি এবং একমাত্র তোমার প্রতিই দৌড়ে আসি এবং খিদমতের জন্য হাজির হই এবং তোমার রহমতের আশাবাদী এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি শুধু কাফিরদের জন্য রয়েছে।

যারা দো'আয়ে কুনূত পড়তে পারে না, তারা এটা পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্‌! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতের কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অথবা এটা পড়ুন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ অর্থাৎ- হে আল্লাহ্‌! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(ফাতাওয়ায়ে রবিয়্যাহ্‌ হতে সংগৃহীত, ৮ম খণ্ড, তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ)

শবে কৃদরের দো'আ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি আমার মাথার তাজ, সাহিবে মিরাজ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরয করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমার শবে কৃদর সম্পর্কে জানা হয়ে যায় তবে আমি কি পড়ব?" উত্তরে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এভাবে দোয়া করো:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, দয়াময় এবং ক্ষমা করাকেই তুমি পছন্দ করো, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী ৫ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

ফরয নামাযের পর দো'আ

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি পরম করুনাময়, দয়ালু। হে আল্লাহ্! আমার পেরেশানী দুঃখ দূর করে দাও। (মজমুয়ায যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড) অতঃপর হাত টেনে মাথা পর্যন্ত নিয়ে আসুন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি আপন যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করো। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ

يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি শান্তি দাতা। শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই আসে, তুমি বরকতময়, হে মহান ও সম্মানের মালিক। (সহীহ মুসলিম, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

আহাদ নামা

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের (ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি আদায় করার) পর আহাদ নামা পাঠ করবে, ফিরিশতারা তা লিখে মোহর তথা সীল করে কিয়ামত দিবসের জন্য রেখে দিবেন। যখন আল্লাহ্ তাআলা ঐ বান্দাকে কবর থেকে উঠাবেন, ফিরিশতারা সেই মোহরকৃত রেজিষ্টারটি নিয়ে উপস্থিত হবেন এবং এই বলে আহবান করবেন: "আহাদ নামা পাঠকারীরা কোথায়?" অতঃপর তাকে তা দেওয়া হবে।

ইমাম হাকেম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তা বর্ণনা করে বলেছেন ইমাম তাউছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অসিয়ত অনুযায়ী এই আহাদ নামাটি তাঁর কাফনে লিখে দেওয়া হয়। (দুররুল মনছুর, ৫ম খন্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা)

আহাদ নামা হলো;

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ اِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

بِاَنَّكَ اَنْتَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تُكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ فَاِنَّكَ

اِنْ تُكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِىْ مِنَ

الْخَيْرِ وَاِنِّىْ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ لِىْ عَهْدًا

عِنْدَكَ تُؤَدِّيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

(দুররুল মনছুর, ৫ম খন্ড)

নোটঃ উত্তম হলো, এই আহাদ নামা বরং শাজারা সহ অন্যান্য বরকতময় কাগজ মৃত ব্যক্তির মুখের সম্মুখভাগের কিবলার দিকে (কবরের ভিতরের দেওয়ালে) তাক করে তাতে রাখা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড)

কাফনের উপর লেখার দো'আ

মৃত ব্যক্তির কাফনের উপরে এই দোয়া লিখে দেয়া হলে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরের আযাব তুলে নিবেন, দোয়াটি নিম্নরূপ:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ يَا عَالِمَ السِّرِّ يَا عَظِيْمَ الْخَطَرِ يَا خَالِقَ الْبَشَرِ
يَا مُوْقِعَ الظَّفَرِ يَا مَعْرُوْفَ الْاَثَرِ يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْمَنِّ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ
وَالْمِحَنِ يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فَرِّجْ عَنِّیْ هُمُوْمِیْ وَاكْشِفْ
عَنِّیْ غُمُوْمِیْ وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ

এই দোয়া কোন কাগজের উপর লিখে কাফনের নিচে বুকের উপর রেখে দিলে তার কবরের আযাব হবে না, মুনকার নকীরও দৃষ্টিগোছর হয় না। দোয়াটি নিম্নরূপ:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ১০৮, ১১০ পৃষ্ঠা)

[redacted] উত্তম পদ্ধতি হলো, এই কাগজ (বরং আহাদ নামা বা শাজারা শরীফ ইত্যাদি) মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে কিবলার দিকের (কবরের ভিতরের দেওয়ালে) তাক বানিয়ে তাতে রাখা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশ, ৮৪৮ পৃষ্ঠা)

[redacted] আহাদ নামা সম্বলিত কিছু কাগজের টুকরা নিজের কাছে রাখুন ও কোন মুসলমান মৃত্যু বরণ করলে তা থেকে প্রদান করে সাওয়াব অর্জন করুন। এছাড়াও কাফন পরিধানকারী, কাফন-দাফনকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকেও তা প্রদান করুন, তারা যেন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কাফনের সাথে এক খন্ড আহাদ নামা পেশ করতে পারে।

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah
Sunny)

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া দায়েম নাজির জামে মসজিদ

কেন্দ্রীয় দা'ওয়াতে খায়র মাহ্‌ফিল

প্রতি বৃহস্পতিবার বা'দে মাগরিব

আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

দা'ওয়াতে খায়র

কেন্দ্রীয় দপ্তর ঃ আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

01831177711, 01724888884

dawatekhairbd@gmail.com www.anjumantrust.org